لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই:হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।

(১০০ বিবেকের আর্তনাদ)

১০০টি ভিন্ন বিষয়ের উপর ১০০টি কাব্যিক
হাহাকার,

🤲— M.শাহনুর ইসলাম—🤲

================================

উৎসর্গ

================================

আমার প্রিয়তমা সহধর্মিণী 'M.N'-এর তরে—
যে আমার জীবনের সবচাইতে কঠিন নীরবতাগুলোকেও অনায়াসে পড়তে পারে।
এই একশটি বিবেকের আর্তনাদ আসলে আমার ভেতরে বয়ে চলা সেই ঝড়,
যা কেবল তোমার উপস্থিতির শান্ত স্নিগ্ধতায় প্রশান্তি খুঁজে পায়।

আমার প্রতিটি শব্দের পেছনে মিশে আছে তোমার অনুপ্রেরণা
আর প্রতিটি হাহাকারের শেষে তোমারই দেওয়া অসীম ধৈর্য।
এই পাণ্ডুলিপি কেবল আমার নয়,
এটি আমাদের ভাগ করে নেওয়া অনুভূতির এক অলিখিত দলিল।

================================
ভূমিকা
================================

এই কাগজের ভাঁজগুলো কোনো শব্দ দিয়ে তৈরি কবিতা নয়,
এগুলো আমার দগ্ধ আত্মার এককেটি জ্যান্ত রক্তক্ষরণ।
মানুষের শরীর তো কেবল একটা মিথ্যে আড়াল,
আসল ধ্বংসস্তূপ তো লুকিয়ে থাকে তার বুকের পঞ্জরে।

সেখানে বিবেক আর অহংকার যখন নগ্ন হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়,
তখন যে বীভৎস নিঃশব্দ চিৎকার জন্ম নেয়—
সেই একশটি বিদীর্ণ আর্তনাদকে আমি অক্ষরের শেকলে বেঁধেছি।

'১০০ বিবেকের আর্তনাদ' আমার নিজের সাথেই নিজের এক অন্তহীন যুদ্ধের দলিলে লেখা রক্তলেখা।
আমি এখানে কবি হতে আসিনি, এসেছি নির্দয় এক আয়না নিয়ে—
যা আপনার চোখের সামনে ধরলে আপনি নিজের সেই কুৎসিত দম্ভ
আর অসহায় মনুষ্যত্বকে উলঙ্গভাবে দেখতে পাবেন।

এখানে এমন একশটি দহন আছে, যা পড়ার সময় আপনার মনে হবে
আপনার পাঁজরের হাড়গুলো মড়মড় করে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।
প্রতিটি শব্দ এখানে চাবুকের মতো, যা আপনার নিথর হয়ে যাওয়া চেতনাকে রক্তাক্ত করে ছাড়বে।

আমি জানি, এই আর্তনাদ আপনাকে শান্তি দেবে না।
আমি চেয়েছিও তাই—শব্দগুলো আপনাকে অস্থির করুক,
আপনার ধমনিতে আগ্নেয়গিরির মতো জ্বালা ধরাক, আপনার আত্মাকে শ্বাসরুদ্ধ করে দিক।
কারণ, দহন ছাড়া কোনোদিন খাঁটি মানুষ জন্ম নেয়নি।

জীবনের বিচিত্র বিষাক্ত পথে পাওয়া এই একশটি গভীর ক্ষত
আজ বইয়ের পাতায় শব্দ হয়ে ডুকরে কাঁদছে।
যদি এই প্রতিটি আর্তনাদ আপনার হৃদপিণ্ডের গতি এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ করে দিয়ে
শরীরে হিমশীতল স্রোত বইয়ে দিতে পারে,
তবেই বুঝব—আমার এই ধ্বংসের মহাকাব্য সার্থক।

{M.শাহনুর ইসলাম }

কৃতজ্ঞতা

এই শব্দগুলো যখন আমার হৃদয়ের অন্ধকার কোণ থেকে একে একে বেরিয়ে আসছিল, তখন অনেকেই হয়তো পাশে ছিলেন, কিন্তু খুব অল্প কজনই সেই হাহাকারটুকু অনুভব করতে পেরেছেন। '১০০ বিবেকের আর্তনাদ' পূর্ণতা পাওয়ার পেছনে কোনো বাহ্যিক সাহায্যের চেয়ে বেশি কাজ করেছে সেই মানুষগুলোর মৌন সমর্থন, যারা আমার অস্থিরতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

বিশেষ করে, আমার সহধর্মিণী 'M.N'-এর কাছে আমি আজীবন ঋণী। আমার নিস্তব্ধতা আর কলমের প্রতিটি আঁচড়কে তিনি যে ধৈর্য আর মমতা দিয়ে আগলে রেখেছেন, তা না থাকলে এই পাণ্ডুলিপি হয়তো কোনোদিন আলোর মুখ দেখত না।

এছাড়াও সেই নামহীন বিষাদ আর যন্ত্রণার মুহূর্তগুলোর প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা, যারা আমায় শব্দ খুঁজে নিতে বাধ্য করেছে। যারা এই পৃষ্ঠাগুলো উল্টে দেখবেন এবং আমার প্রতিটি আর্তনাদে নিজের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাবেন, সেই পাঠকদের জানাই আন্তরিক অন্তহীন কৃতজ্ঞতা।

— [M.শাহনুর ইসলাম]

================================

সূচি পত্র-১

================================

================================

সূচি পত্র-২

================================

================================

সূচি পত্র-৩

================================

================================
সূচি পত্র-৪
================================

বিবেকের ডাক

আয়নার সামনে দাঁড়াও একবার,
তাকাও নিজের চোখে—
কিসের এত দম্ভ তোমার?
কিসের পাথর বুকে?

ভিতরের সেই মানুষটি আজ,
মরেছে অনেক আগে—
বিবেক তোমার ঘুমিয়ে বিভোর,
কখনও কি সে জাগে?

মিছে মায়ার এই পৃথিবীতে,
ছুটছো হরিণ হয়ে—
পাপের বোঝা পাহাড় সমান,
নিচ্ছো পিঠে বয়ে।

একবার শুধু থমকে দাঁড়াও,
শোনো হৃদয়ের ডাক—
দুনিয়ার এই রঙিন খেলা,
পড়বে মনে ফাঁক।

জীবন খাতার পাতাগুলো,
ফুরিয়ে যাবে ভাই—
বিবেকহীন এই দেহটা তোমার,
মাটির ঘরের ছাই।

জেগে ওঠো ওহে পথিক এবার,
সময় যে অতি অল্প—
সাঙ্গ হবে হঠাৎ করেই,
তোমার জীবন গল্প.

ক্ষুধার আর্তনাদ

দামী পনির, দামী কাবাব,
সাজানো তোমার থালা—
প্রতিবেশীর ঘরে জ্বলছে শুধু,
পেটের তীব্র জ্বালা।

উচ্ছিষ্ট সব খাবার তোমার,
নর্দমায় আজ পড়ে—
অসহায় সেই শিশুটি কেন,
ক্ষুধার কষ্টে মরে?

বিলাসিতার এই অট্টালিকায়,
খাও যে তুমি ননী—
বিবেক কি তোর বলে না কিছু?
ওহে মিথ্যে ধনী!

পেটের দায়ে হাত পাতে সে,
তুমি ফিরাও মুখ—
পাথর কি তোর হিয়াটা বন্ধু?
কাঁদে না কি তোর বুক?

হিসাব দিতেই হবে রে তোর,
মালিকের দরবারে—
ক্ষুধার জ্বালা বুঝবি সেদিন,
নরকের ওই ধারে।

খাবার বিলাসিতা ত্যাগ করো আজ,
বাড়াও সেবুর হাত—
এক মুঠো অন্ন দিলেই হবে,
শান্তির এক রাত।

বেইমান বন্ধু

যারে তুমি ভাবলে আপন,
দিল সে বড় ফাঁকি—
বিপদ দেখে পাল্টালো রূপ,
ছলনা ছিল বাকি।

চলার পথে হাত ধরে সে,
দিয়েছিল কত আশা—
স্বার্থের টানে মুহূর্তেই শেষ,
মিথ্যে ভালোবাসা।

পিঠেতে ছুরি বিঁধিয়ে দিয়ে,
হাসছে সে আজ দূরে—
বিবেক তোমার ডুকরে কাঁদে,
অচেনা এক সুরে।

মানুষ চিনতে ভুল করো না,
দেখো হায়ার বাঁধন—
স্বার্থপরের বন্ধুতা তো,
চিরকালের কাঁদন।

বিবেককে আজ বন্ধু করো,
সত্যের প্রদীপ জ্বালো—
দুনিয়ার এই বেইমানি থেকে,
সেটাই অনেক ভালো।

মালিক ছাড়া কেউ নেই আপন,
বুঝে নাও তুমি আজ—
মানুষ সেজে পিশাচগুলো,
করছে জঘন্য কাজ।

ক্ষমতার দম্ভ

চেয়ারটা আজ তোমার হাতে,
কাঁপছে থরোথরো পাড়া—
ক্ষমতার এই দম্ভে তুমি,
হয়েছো দিশেহারা।

কাকে তুমি পর ভাবলে?
কাকে করলে পর?
ভুলে গেছো কি মাটির নিচে,
তোমার আসল ঘর?

ফিরাউন ছিল, নমরুদ ছিল,
কোথায় তারা আজ?
কালের গর্ভে লীন হয়েছে,
তাদের রাজার সাজ।

তোমার গর্জন থামবে একদিন,
আসবে মালাকুল মউত—
দেখবে তোমার প্রাসাদগুলো,
হয়ে গেছে সব ভূত।

মানুষ হয়ে মানুষের ওপর,
করছো কত শাসন—
বিবেক তোমার পুড়বে যেদিন,
হবে না কেউ আপন।

মাটির দেহ মাটিতে মিশবে,
রইবে না কোনো নাম—
সাড়ে তিন হাত জমিই হবে,
তোমার শেষ ধাম।

টাকার নেশা

রক্তের বাঁধন তুচ্ছ হলো,
টাকার নেশার কাছে—
ভাই ভুলে যায় ভাইকে এখন,
স্বার্থ যেথায় আছে।

হারাম-হালাল তফাত ভুলে,
করলে পাহাড় জমা—
বিবেকহীন এই পাপের কি আজ,
পাবে তুমি কি ক্ষমা?

দামী গাড়ি, দামী বাড়ি,
সাজাও রঙিন ঘর—
আপন মানুষগুলোই হলো,
টাকার দায়ে পর।

পকেটে তোমার গুমরে কাঁদে,
এতিমের দীর্ঘশ্বাস—
সুখের তরী ডুববে তোমার,
হবে যে সর্বনাশ।

টাকা তো শুধু হাতের ময়লা,
যাবে না কফিন সাথে—
খালি হাতেই ফিরতে হবে,
অন্ধকার সেই রাতে।

সময় থাকতে তওবা করো,
ছাড়ো এই টাকার টান—
আখেরাতের পুঁজি করো,
খাঁটি ওই ঈমান।

অন্ধ মোহ

চোখের সামনে মরীচিকা সব,
ছুটছো হরিণ হয়ে—
পাপের বোঝা পাহাড় সমান,
নিচ্ছো পিঠে বয়ে।

রঙিন এই দুনিয়ার খেলা,
মিছে এই মায়ার ঘর—
নিজের হাতেই খুঁড়ছো তুমি,
নিজেরই কবর।

যৌবন শেষে ভাটা পড়বে,
কুঁচকাবে গায়ের চাম—
তখন বুঝবে দুনিয়ার মোহে,
কেন দিলে এত দাম?

মোহের নেশায় অন্ধ তুমি,
ভুলেছো আপন রবে—
দুনিয়ার সব আলো তোমার,
মিছে হয়ে যাবে।

সময় থাকতে তওবা করো,
ফিরে এসো নীড়ে—
আসল শান্তি পাবে তুমি,
মালিকের ওই ভিড়ে।

এই পৃথিবী এক ধোঁকা যে,
বিবেকে দাও টান—
আখেরাতের পুঁজি করো,
খাঁটি ওই ঈমান।

রক্ত ও স্বার্থ

বাবার রক্ত, মায়ের আদর,
বিক্রি করলে আজ—
সম্পদ পেতে আপন পর হলো,
নেই তো কোনো লাজ।

একই নাড়ির টান ছিল যেথা,
সেথা আজ হাহাকার—
টাকার কাছে হার মেনে গেল,
পবিত্র রক্তের ভার।

বিবেক কি তোমার কাঁদে না ও ভাই?
স্বার্থ কি বড় অতি?
আখেরাতে কি হবে তোমার,
ভেবেছো কি শেষ গতি?

ভাই ভুলে যায় ভাইরে যখন,
আসে টাকার নেশা—
রক্তের বাঁধন তুচ্ছ তখন,
মিছে এই ভালোবাসা।

রক্তের হক নষ্ট করলে,
পাবে না খোদার ক্ষমা—
হিসাব দিতেই হবে তোমার,
যা করছো পাপ জমা।

নিজের হাতে নিজের শেকল,
পড়ো না নিজের পায়—
রক্তের টানেই মুক্তি তোমার,
খোদার ওই আঙ্গিনায়।

বৃদ্ধাশ্রমের চিঠি

যাদের আঙুল ধরে হাঁটলে,
শিখলে কথা বলা—
আজ তাদের কেন ঘরছাড়া করলে?
কেমন তোমার চলা?

দামী ফ্ল্যাটের বেলকনিতে,
বাবা-মায়ের ঠাঁই নাই—
বৃদ্ধাশ্রমের দেয়াল কাঁদে,
তুমি কি মানুষ ভাই?

তোমার সন্তানও শিখছে বন্ধু,
তোমারই দেওয়া কাজ—
ভবিষ্যতে তোমারও তো কপালে,
জুটবে এমন লাজ।

পায়ের নিচে জান্নাত ছিল,
ঠেললে কেন দূরে?
বিবেক তোমার আর্তনাদ করে,
নরকের সেই সুরে।

মায়ের চোখের এক ফোঁটা জল,
অরশ কাঁপায় ভাই—
সে অভিশাপে ধ্বংস হবে,
রইবে না কিছুই তাই।

ফেরো এখনও সময় আছে,
সেজদাহ করো পায়—
বাবা-মায়ের দোয়া ছাড়া,
ঠাঁই নাই দুনিয়ায়।

মিথ্যের মিছিল

সত্য আজ লাঞ্ছিত বড়,
মিথ্যের জয়গান—
মানুষ সেজে পিশাচগুলো আজ,
কাড়ছে মানুষের মান।

মুখোশ পরে ঘুরছো সবাই,
অন্তরে বিষ ভরা—
সত্যের আলো নিভে গেলে বন্ধু,
আঁধার হবে ধরা।

মিথ্যে বলে করছো জয়,
ভাবছো তুমি সেরা—
হাশরের ওই ময়দানে আজ,
হবে যে তুমি ঘেরা।

জিহ্বা তোমার ধারালো ছুরি,
কাটছে অন্যের বুক—
মিথ্যের এই সাম্রাজ্যে তুই,
খুঁজিস কিসের সুখ?

বিবেককে বলো সত্য বলতে,
ভয় পেয়ো না আর—
সত্যের পথেই মুক্তি তোমার,
ঘুচবে অন্ধকার।

একটি মিথ্যে সহস্র পাপ,
ডেকে আনে যে কাল—
সত্যের আলোয় ভেঙে দাও আজ,
মিথ্যের ওই জাল।

শেষ গন্তব্য

রাজপ্রাসাদ কি কুঁড়েঘর,
থাকবে না কেউ সঙ্গে—
সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে,
মিশবে নতুন ঢঙে।

১০০ বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
জাগো রে ও ভাই—
দুনিয়া তো এক পান্থশালা,
পালানোর পথ নাই।

জীবন খাতার পাতা ফুরাবে,
শেষ হবে সব গান—
সাথী হবে শুধু নেক আমল,
আর খাঁটি ওই ঈমান।

দামি গাড়ি, নামী বাড়ি,
সবই তো ধুলিকণা—
আঁধার কবরের ওপারে বন্ধু,
আসল ঠিকানা চেনা।

আজকে তুমি রঙিন সাজে,
করছো কত ভান—
কালকে তোমার নিথর দেহে,
থাকবে না কোনো প্রাণ।

বিবেক জাগাও পথিক এবার,
সময় অতি অল্প—
সাঙ্গ হবে হঠাৎ করেই,
তোমার জীবন গল্প।

শিক্ষিত বেকার

হাতেতে দামী ডিগ্রি তোমার,
মাথায় এক আকাশ—
বুকের ভিতর গুমরে কাঁদে,
দীর্ঘ এক নিঃশ্বাস।

বাবার চোখের চশমাটা আজ,
হয়েছে আরও ঝাপসা—
চাকরি নামের সোনার হরিণ,
বড়ই কঠিন ব্যবসা।

শিক্ষিত এই সমাজে বন্ধু,
মেধার মূল্য নাই—
ঘুষের তলায় চাপা পড়ে,
যোগ্যতা হারায় ভাই।

মা পাঠালো শহর পানে,
দুঃখ ঘোচানোর আশে—
আজ সেই ছেলেই লুকিয়ে কাঁদে,
মেসের এক কোণে বসে।

বিবেক কি তোর বলে না সমাজ?
কেমন শিক্ষিত তুই?
যোগ্য মানুষের রক্ত চুষে,
ধরছিস টাকার মই।

শিক্ষার আলোয় নিভলো অন্ধকার,
নাকি বাড়ছে আঁধার ঘোর?
যোগ্য সম্মান ফিরিয়ে দিতে,
আসবে কি নতুন ভোর?

যৌতুকের বলি

সাদা শাড়িতে লাল রক্ত,
নববধূর ওই বেশ—
লোভী শশুরের টাকার টানে,
জীবন হলো শেষ।

বাবার হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়ে,
সাজালো মেয়ের ঘর—
তবুও কি তোর মন ভরলো না?
ওরে পাষাণ বর!

টাকা না পেয়ে মারলে মেয়েরে,
গলা টিপে ধরলে শ্বাস—
বিবেক কি তোর একটুও কাঁপে না?
দেখলে মেয়ের লাশ!

সোনার গয়না, দামী আসবাব,
চেয়েছিলে কত কিছু—
নরকের ওই আগুন তোকে,
ছাড়বে না আর পিছু।

বিবেকের আর্তনাদ শোনো এবার,
যৌতুক এক বিষ—
লোভের বশবর্তী হয়ে,
দিলে মেয়েরে টিস।

সমাজ তুমি নিরব কেন?
বন্ধ করো এই খেলা—
মেয়ের বাবার চোখের জল,
ভাসাবে তোরে বেলা।

ইভটিজিং ও আর্তনাদ

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে তুমি,
দিচ্ছো কত শিস—
বোনটি তোমার ঘর থেকে বেরোলে,
হৃদয়ে লাগে বিষ।

পরের বোনরে দেখলে তোমার,
বিবেক মরে যায়—
একটুখানি লালসা তোমার,
মান সম্মান খায়।

তীক্ষ্ণ কথার তলোয়ারে,
কাটলে মেয়ের মন—
আত্মহননের পথ বেছে নেয়,
সে যে অবলা জন।

বিবেকের কাছে কি জবাব দিবি?
পশুর সমান কাজ—
নিজের বোনরে আগলে রাখিস,
অন্যকে দিস লাজ!

প্রতিটি নারী কারো কন্যা,
কারো আদরের বোন—
সম্মান দিতে না পারলে তুই,
মানুষ কি কোনোক্ষণ?

জেগে ওঠো ওহে যুবক এবার,
দৃষ্টি সংযত করো—
পবিত্র এই সমাজের মান,
একটু শক্তে ধরো।

নেশার নীল দংশন

রাতের অন্ধকারে বসে আছো,
হাতে মরণ নেশা—
রঙিন ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছো,
সবটুকু ভালোবাসা।

মা-বাবার ওই মুখের হাসি,
মুছলে তুমি নিজ হাতে—
সোনার যৌবন পোড়াচ্ছো আজ,
অন্ধকার ওই রাতে।

টাকার অভাবে ঘর চুরি করো,
মারো জনম দুঃখী মারে—
বিবেক কি তোর একটুও বলে না,
যাস কোন আঁধারে?

নেশার ঘোরে ডুবিয়ে দিলে,
পরিবার ও প্রাণ—
ধ্বংসের পথে যাচ্ছো তুমি,
হারিয়ে সম্মান।

ফেরো এখনও সময় আছে,
ফিরে এসো আলোর পথে—
মরণ নেশার বিষ ছেড়ে দাও,
ওঠো জীবনের রথে।

তওবা করো মালিকের কাছে,
আঁধার কাটবে জানি—
বিবেক যখন আর্তনাদ করবে,
ঝরবে চোখের পানি।

পরকীয়ার বিষ

আয়নার মতো সংসার ছিল,
সাজানো রঙের ঘর—
একটু রঙিন মোহের লোভে,
সবাই হলো পর।

সন্তানের ওই মায়াবী মুখ,
ভুললে তুমি কোন টানে?
মিথ্যে প্রেমের বিষ ঢাললে,
আপনজনের প্রাণে।

বিশ্বাসের সেই পবিত্র বাঁধন,
ছিঁড়লে তুমি নিজে—
বিবেক কি তোর কাঁদে না রে?
পাপের সাগরে ভিজে।

পরের নেশায় মত্ত হয়ে,
হারিয়েছো আপন মান—
মুহূর্তের ওই আনন্দ তো,
আখেরাতের বিষ পান।

ঘর ভাঙার এই খেলা তো বন্ধু,
শয়তানি এক চাল—
বিবেকের দংশন হবে শুরু,
আসবে যখন কাল।

পবিত্রতা ফিরিয়ে আনো,
ফিরিয়ে নাও মন—
পরকীয়ার ওই অন্ধকার থেকে,
বাঁচাও আপনজন।

এতিমের হক

মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই যার,
দু'বেলা জোটে না খাবার—
তারই সম্পদ গ্রাস করলে তুমি?
ওরে অত্যাচারী এবার!

এতিমের মাথায় হাত না রেখে,
মারলে তারে কষ—
বিবেক কি তোর বলে না রে,
যাবে সব তোর যশ।

মিষ্টি কথায় ভোলালে তারে,
নিলে সবটুকু লিখে—
দোজখের আগুন গিলছো তুমি,
তাকিয়ে কিয়ামত দিকে।

অসহায় ওই শিশুর চোখের জল,
আরশ কাঁপাবে ভাই—
এতিমের হক নষ্ট করলে,
পালাবার পথ নাই।

মালিক তোমায় ছাড় দেবেন না,
হবে যে মহাহিসাব—
বিবেক তখন আর্তনাদ করবে,
দিবে না কেউ জবাব।

সময় থাকতে ফিরিয়ে দাও সব,
হও যে তওবাশীল—
এতিমের দোয়ায় মুক্তি পাবে,
হবে জীবন নিখিল।

জুলুমের তলোয়ার

দুর্বলের ওপর করছো জুলুম,
সহ্য হয় না আর—
ক্ষমতার ওই মদমত্তে তুমি,
হয়েছো এক আঁধার।

গরিবের ঘর পুড়িয়ে দিলে,
কাড়লে তাদের জমি—
বিবেক কি তোর জাগ্রত হয় না?
পাপের মাঝে ভ্রমি।

মজলুমের ওই দীর্ঘশ্বাস,
অভিশাপ হয়ে ঝরবে—
তোমার অট্টালিকা তাসের ঘর,
মাটিতে মিশে পড়বে।

জুলুমবাজের বিচার হবে,
আখেরাতের ওই মাঠে—
হিসাব দিতেই হবে রে তোর,
সেদিন চরম নাটে।

চাটুকারের দল

মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে রাখো,
নেতার ওই কান—
সত্যকে তুমি ঢাকলে মিথ্যেয়,
কাড়লে দেশের মান।

যোগ্য মানুষের পথ আগলে,
দাঁড়াও তুমি আগে—
চাটুকারিতার বিষ তো তোমার,
সর্ব শরীর দাগে।

স্বার্থের জন্য পা চেটে খাও,
বলছো মিথ্যে জয়—
বিবেক কি তোর কড়া নাড়ে না?
হবে যখন মহালয়।

মুখোশ তোমার খুলবে একদিন,
সবই হবে ফাঁস—
চাটুকারিতার ফল তো বন্ধু,
নিজেরই সর্বনাশ।

বিবেককে বলো সত্য বলতে,
ছাড়ো ওই তোষণ—
মানুষ হয়ে মানুষের সম্মান,
করো না তুমি শোষণ।

আখেরাতে ওই মিথ্যে কথা,
সাক্ষী দেবে তোর বিরুদ্ধে—
সত্যের পথেই মুক্তি তোমার,
নেমো ন্যায়ের যুদ্ধে।

আয়নার সামনে অপরাধী

প্রতিদিন সকালে আয়নার সামনে,
দাঁড়াও যখন তুমি—
নিজের চোখে তাকাতে কি পারো?
পাপের মরভূমি।

হাজারো মানুষের চোখের জল,
পায়ের নিচে পিষে—
আজ নিজেকে সুখী ভাবছো?
হৃদয় ভরা বিষে।

বাইরে তোমার দামী পোশাক,
ভিতরে পচা ঘুণ—
বিবেকের আদালতে তুমি,
করছো নিজেরে খুন।

মিথ্যে হাসির আড়ালে তোমার,
লুকানো কত লাজ—
অপরাধের ওই বোঝা তোমার,
সাজানো মাথার তাজ।

আয়না তোমায় সত্যি বলবে,
দেখাবে তোমার রূপ—
বিবেক যখন আর্তনাদ করবে,
হবে তুমি এক চুপ।

সময় থাকতে ক্ষমা চাও আজ,
মালিকের রহম পাও—
আয়নার ওই অপরাধী সত্তা,
মুছে তুমি দাও।

মনুষ্যত্বের আকাল

মানুষ মরে মানুষ দেখে,
তুলে নেয় সেলফি—
সাহায্য করার হাত বাড়াতে,
লাগে সবার ফি।

রাস্তার ধারে পড়ে আছে লোক,
রক্তে ভেজা গায়—
মানবিকতা ডুকরে কাঁদে,
মানুষের এই ধরায়।

যন্ত্রের মতো জীবন সবার,
মমতা নেই মনে—
টাকা আর স্বার্থই শুধু,
ঘুরছে সারাক্ষণে।

বিবেক তোমার মরে গেছে কবে?
মনুষ্যত্ব কি শেষ?
পশুর চেয়েও অধম হয়ে,
ধরছো মানুষের বেশ।

মনুষ্যত্বের আকাল ঘুচাতে,
হতে হবে দরদী—
ভালোবাসার এই পৃথিবী গড়ে,
মুছো সবার বিবাদী।

১০০ বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
মানুষ হতে শেখো—
সবার উপরে মানুষ সত্য,
এই কথাটি লেখো।

অহংকারের চাদর

মাটির পৃথিবীতে দম্ভ তোমার,
আকাশ ছোঁয়া বুক—
নিজেকে ভেবেছ সবার সেরা,
তাকিয়ে পরের মুখ।

দামী পোশাক আর দামী গাড়ি,
অহংকারের সাজ—
ভুলে গেছো কি মাটির দেহ,
পড়বে মাথায় বাজ।

যারে তুমি তুচ্ছ ভাবলে,
ঘৃণায় ফিরালে মুখ—
সেও তো খোদার সৃষ্টি বন্ধু,
তোর কেন এত সুখ?

অহংকারের চাদর গায়ে,
হাঁটো তুমি বীরের বেশে—
একদিন তো এই দেহটাই,
মিশবে ধুলোর শেষে।

ইবলিসও তো হারিয়ে গেল,
একই অহংকারে—
তুই কি তবে অমর হবি,
এই নশ্বর সংসারে?

বিবেক তোমার আর্তনাদ করে,
নম্র হতে শেখো—
মাটির মানুষ মাটির ঘরে,
নামটি তোমার লেখো।

গীবত ও জবান

পরের নিন্দা করতে তোমার,
লাগে বড়ই মিঠা—
মুখের কথায় বিষ ঢেলে দাও,
ভাঙো অন্যের ভিটা।

নিজের দোষের পাহাড় আড়ালে,
অন্যের খুঁত খোঁজো—
মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে,
কেমন লাগে বোঝো?

তিলকে তুমি তাল বানাও আজ,
রটাও কত রটনা—
বিবেক কি তোর বলে না রে,
সামনে কঠিন ঘটনা।

হাশরের ওই ময়দানে তোর,
জিহ্বা দেবে সাক্ষী—
মিথ্যে গীবত করে কি তোর,
ভরলো মনের কক্ষি?

জবান তোমার পবিত্র করো,
বন্ধ করো এই খেলা—
পরনিন্দার ফল তো বন্ধু,
নরকের ওই ভেলা।

সংযত করো নিজের ভাষা,
খুঁজতে শেখো গুণ—
গীবত করলে আমল তোমার,
পুড়বে যেমন চুণ।

হিংসার অনল

অন্যের সুখ দেখে তোর কেন,
বুকের ভিতর জ্বলে?
হিংসার ওই আগুনে তুই,
পুড়ছিস তলে তলে।

পরের হাসি সহ্য হয় না,
চাস শুধু তোর ভালো—
হিংসা কি তোর মনেতে আজ,
জ্বালবে কোনো আলো?

শুকনো কাঠে আগুন লাগলে,
যেমন পুড়ে সব—
হিংসা তেমন আমল পুড়িয়ে,
শোনায় হাহাকার রব।

মালিক যাকে দিয়েছেন যা,
তাতেই খুশি থাক—
হিংসার ওই বিষাক্ত সাপ,
গলা ধরবে পাক।

মনটা বড় করো ও ভাই,
ছাড়ো এই কু-প্রবৃত্তি—
হিংসা ছেড়ে ভালোবাসা দাও,
পাবে তুমি মুক্তি।

বিবেককে বলো উদার হতে,
মুছো মনের কালি—
হিংসার পথে হাঁটলে তুমি,
হবে যে জন খালি।

রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত)

নামাজ পড়ো লোকের লাগি,
দেখাও কত ভক্তি—
ভিতরে তোমার পচা আবর্জনা,
নেই তো কোনো শক্তি।

দান করো তুমি হাত বাড়িয়ে,
ক্যামেরা করো সাথী—
মানুষ তোমায় দাতা বলবে,
জ্বালবে নামী বাতি।

এই কি তোমার ইবাদত বন্ধু?
মালিক কি তা চায়?
লোক দেখানো কাজগুলো সব,
ধুলোয় মিশে যায়।

বিবেকহীন এই লোক দেখানো,
ইবাদত এক বিষ—
আখেরাতে কি পাবে তুমি,
করে ফিসফিস?

ইখলাস ছাড়া সিজদাহ তোমার,
পড়বে না কবুল—
আল্লাহর লাগি করছ কি কিছু?
নাকি করছ ভুল?

সময়ের অপচয়

আড্ডা আর মিছে খেলায়,
কাটছে তোমার বেলা—
সময়ের ওই নদীটা আজ,
করছে মরণ খেলা।

এখনও যুবক, এখনও সময়,
ভাবছো আসবে কাল—
হঠাৎ করেই ছিঁড়ে যাবে যে,
জীবনের ওই জাল।

ঘড়ির কাঁটা চলছে বন্ধু,
থামবে না তো ক্ষণ—
আখেরাতের পুঁজি কি তোর,
জমেছে মনে কন?

হেলায় সময় হারায়ো না আর,
ফুরিয়ে যাবে আয়ু—
স্থির হবে ওই চঞ্চল দেহ,
থামবে যখন বায়ু।

বিবেক কি তোর একটুও বলে না,
করছ কিসের নেশা?
সময়ের সদ্ব্যবহারই হলো,
শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা।

হিসাব দিতেই হবে রে তোর,
প্রতিটি পল ও দন্ড—
সময়ের এই অবহেলা তো,
ভুল তোমার প্রচন্ড।

স্মার্টফোনের আসক্তি

হাতের মুঠোয় জগত তোমার,
চোখ যে স্ক্রিনের ঘোরে—
আপন মানুষ পাশে বসে,
তবু তুমি থাকো দূরে।

ফেসবুক আর টিকটকে আজ,
ডুবেছে সোনার প্রাণ—
ইবাদতের সময় কোথায়?
হারিয়েছো সব জ্ঞান।

অশ্লীলতার জোয়ারে আজ,
ভাসছে তোমার মন—
স্মার্টফোনের ওই বিষে নীল,
হচ্ছে সারাক্ষণ।

মা-বাবা আজ ডাকছে তোমায়,
পাচ্ছ না তো সাড়া—
ভার্চুয়াল ওই জগতের মাঝে,
তুমি আজ দিশেহারা।

বিবেক তোমার বন্দি এখন,
চৌকো পর্দার তলায়—
স্মার্টফোন কি দেবে মুক্তি,
নরকের ওই জ্বালায়?

সীমা টেনে দাও আসক্তির আজ,
জাগাও নিজেরে ভাই—
যন্ত্রের এই দাসত্ব থেকে,
মুক্তি কি তোমার নাই?

অশ্লীলতার জোয়ার

চোখ ধাঁধানো নগ্নতা আর,
অশ্লীলতার গান—
পবিত্র এই মাটির বুকে,
হচ্ছে অপমান।

সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে,
বেহায়াপনার সাজ—
বিবেক কি তোর একটুও পায় না,
ভিতরে কোনো লাজ?

যুব সমাজ আজ ধ্বংসের মুখে,
দৃষ্টিতে পাপের নেশা—
নষ্ট হচ্ছে পবিত্র সেই,
মানুষের ভালোবাসা।

পর্দার কথা বললে এখন,
হাসো তুমি তুচ্ছ ভেবে—
দোজখের ওই আগুনের লেলিহান,
তখন কি তোমায় দেবে?

হায়া ও লজ্জা ঈমানের অঙ্গ,
ভুলে গেছ কি ও ভাই?
অশ্লীলতার স্রোতে ভাসলে,
ঈমানের কোনো ঠাঁই নাই।

ফিরে এসো সেই শালীন পথে,
পবিত্র করো সমাজ—
বিবেকের এই আর্তনাদ শোনো,
বন্ধ করো এই কাজ।

পর্দার আড়ালে পাপ

বাইরে তুমি সাধুর বেশে,
মুখে নূরের আভা—
একলা ঘরে ল্যাপটপ খুললে,
পাপের কত থাবা।

মানুষ তোমায় ভালো যে বলে,
চেনে না আসল রূপ—
একলা মনের অন্ধকারে,
মরছো তুমি চুপ।

যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন,
দেখছেন তিনি সব—
পর্দার আড়ালে পাপ করলে কি,
পাবে না কোনো রব?

বিবেক তোমার কাঁদে না কি রে,
লজ্জা কি তোর নাই?
আঁধার ঘরের পাপে তোর,
ঈমান পোড়া ছাই।

আল্লাহর ভয় কি মনেতে নেই?
একলা যখন থাকো—
পবিত্রতার চাদরটা দিয়ে,
নিজেরে তুমি ঢাকো।

তওবা করো মন থেকে আজ,
ছেড়ো গোপন গুনাহ—
মালিকের কাছে ক্ষমা চাইলে,
পাবে যে তুমি পানাহ।

———————————————————————————————————————

আমানতে খেয়ানত

———————————————————————————————————————

বিশ্বাস করে দিয়েছিল কেউ,
একটি গোপন কথা—
স্বার্থের দায়ে ফাঁস করে দিলে,
দিলে মনেতে ব্যথা।

সম্পদ কিম্বা আমানত হোক,
রাখলে না তার মান—
বিবেকের তরী ডুবলে তুমি,
কাড়লে সম্মান।

খেয়ানতকারী মুনাফিক হয়,
নবীজির ওই বাণী—
ভুলে গেছ কি বন্ধু তুমি,
হবে যে বড় গ্লানি।

আমানত তো পবিত্র এক,
ঈমানি পরীক্ষার ফল—
স্বার্থের জন্য করলে খেয়ানত,
হবে তুমি বিফল।

মানুষ যখন ভরসা হারায়,
সমাজ যে ভেঙে পড়ে—
খেয়ানত করা পাপের বোঝা,
পিঠে নিয়ে তুই মরে।

আমানতদার হতে শেখো এবার,
হও যে বিশ্বাসী—
মুনাফিকের ওই তকমা ছেড়ে,
হও সত্যের অভিলাষী।

———————————————————————————————————————

বিবেকের আদালত

দুনিয়ার এই আইন-কানুন,
চক্ষু বুজে চলে—
পাপ করে তুই ছাড় পাস যদি,
মিথ্যে কথার ছলে।

আসল আদালত ও ভাই তোমার,
নিজেরই তো ভিতর—
বিবেকের কাছে কি জবাব দিবি?
ওরে পাপিষ্ঠ ইতর!

বিবেক যখন কাঠগড়ায় আজ,
দাঁড় করাবে তোরে—
পালানোর কোনো পথ কি পাবি,
মাঝ দরিয়ার ঘোরে?

নিজের কাছে নিজে অপরাধী,
সবচেয়ে বড় সাজ—
বিবেকের এই আদালতই তোর,
করবে সব ফাঁস।

পাপের আগে একবার ভাবিস,
বিবেক কি তোকে টানে?
ভিতরের সেই আর্তনাদ কি,
বিঁধবে না তোর প্রাণে?

১০০ বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
জাগো রে ও ভাই—
বিবেকের এই আদালতে আজ,
তোর যে রক্ষা নাই।

কলম সৈনিকের কান্না

সত্যি কথা বলতে গেলে,
কাঁপছে কেন হাত?
কলম তোমার বিক্রি হলো?
পেলে কি দামী ভাত?

যাদের তরে লিখতে তুমি,
শোষিত সেই দল—
তাদের চোখের জল কি মোছে?
কলম কি বিফল?

মিথ্যে খবরের রঙিন পাতায়,
সাজাও মিথ্যে জয়—
বিবেকের কাছে কি জবাব দিবি?
পাস না কি তুই ভয়?

কলম তো এক পবিত্র অস্ত্র,
অন্যায়ের বিরুদ্ধে—
তুমিও কি আজ নাম লেখালে,
সেই পাপিষ্ঠ যুদ্ধে?

সত্যের টুটি চেপে ধরে,
হাসছ অট্টহাসি—
কলম সৈনিক মরে গেলে,
হবে যে গলায় ফাঁসি।

বিবেকের এই আর্তনাদ শোনো,
কলমে ফোটো ধার—
সত্যের আলোয় ভেঙে দাও আজ,
মিথ্যের অন্ধকার।

——

ভোট ও প্রতিশ্রুতি

——

ভোটের আগে মিষ্টি বুলি,
বিছিয়ে দাও কত—
বিপদ আপদ যখন আসে,
থাকো কি অবিরত?

সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখাও,
দাও যে দামী আশা—
জিতে গেলে বদলে যায়,
তোমার ভালোবাসা।

পিচঢালা পথ, নর্দমা সব,
যেমন ছিল তেমন—
তোমার বাড়ি আজ ঝলমল করে,
হলো রে তা কেমন?

গরিবের পেটে মারলে লাথি,
কাড়লে তাদের মান—
বিবেক কি তোর বলে না রে,
হারাবে সম্মান?

প্রতিটি ভোটের হিসাব নিবেন,
মালিকের দরবারে—
প্রতিশ্রুতির খেয়ানত করলে,
পুড়বি তুই আঁধারে।

মানুষকে ভালোবেসে দেখো একবার,
খুলবে মনের তালা—
সেবার মাঝেই শান্তি খুঁজে,
মুছো সবার জ্বালা।

——

শ্রমিকের ঘাম

রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে,
ঘামছে মজুর ভাই—
তারই গায়ের রক্ত দিয়ে,
তোর অট্টালিকা পাই।

ঘাম শুকানোর আগেই যে তার,
মজুরি দেওয়ার কথা—
তুমি কেন দিনের পর দিন,
দিচ্ছো মনে ব্যথা?

দামী এসি রুমে বসে,
করছো কত দাপট—
শ্রমিকের হাহাকারে তোর,
ঘর যে হবে লণ্ডভণ্ড।

বিবেক কি তোর একটুও বলে না,
মালিক যখন সাজিস?
শ্রমিকের ঘাম চুষে নিয়ে,
কিভাবে তুই বাজিস?

আল্লাহর কাছে বিচার হবে,
অত্যাচারী প্রতিটি কাজের—
শ্রমিকের হক নষ্ট করলে,
রইবে না কিছুই রাজের।

নম্র হও ওহে কলকারখানার মালিক,
শ্রমিককে আপন করো—
ইনসাফের এই হাতটা দিয়ে,
মমতা একটু ধরো।

ভেজাল ও মুনাফাখোর

রঙিন ফলে বিষ মাখালে,
ভেজাল দিলে খাদ্যে—
মানুষ মারার এই ব্যবসা,
তোমার মনের পদ্যে?

অল্প লাভে মন ভরে না,
চাও যে অনেক টাকা—
সুখের তরী ডুবলে তোমার,
হবে যে জীবন ফাঁকা।

শিশুর দুধে মিশালে জল,
রক্তে ভেজাল তেল—
বিবেক কি তোর বলে না রে,
এটা মৃত্যুরই এক খেল?

মানুষের আয়ু কমিয়ে দিয়ে,
সাজাও তুমি ঘর—
আখেরাতে এই পাপের বোঝা,
হবে কত দুস্তর।

মুনাফার ওই পাহাড় তোমার,
ধ্বংস হবে জানি—
বিবেকের এই দংশনে তোর,
ঝরবে চোখের পানি।

হালাল পথে রুজি করো,
ভেজাল মুক্ত সমাজ—
আল্লাহর কাছে মুক্তি পাবে,
ছাড়ো এই পাপের কাজ।

সুদের শিকল

বিপদ দেখে হাত বাড়ালে,
দিলে সুদের ঋণ—
অসহায় মানুষটি আজ,
হলো বড়ই দীন।

একশ টাকা ধার দিয়ে আজ,
নিচ্ছো ডাবল কিস্তি—
সুদের এই বিষাক্ত ছোবল,
করছে যে অনাসৃষ্টি।

বিবেকহীন এই অর্থ তোমার,
রক্ত চোষা দান—
আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করা,
সুদের এক সমান।

সংসারটা ধ্বংস হলো,
সুদের ওই জালে—
তুমিও কি আজ মত্ত আছো,
রঙিন সেই তালে?

সুদ তো এক সর্বনাশা,
হারাম রুজির মূল—
আখেরাতের ওই আগুনের কুণ্ডে,
পুড়বে তুমি ভুল।

সুদ ছেড়ে দাও তওবা করো,
করো রে হালাল কাম—
শান্তির জীবন পাবে তুমি,
রইবে তোমার নাম।

এতিমখানার কান্না

বাবা-মা হীন ওই শিশুটি,
বসে আছে দ্বারে—
তারই নামে টাকা তুলে,
খাও যে তুমি আহারে!

এতিমের ওই চোখের জল,
মুছলে না তো কেউ—
তাদের হক মেরে খেলে,
আসবে মরণ ঢেউ।

বিবেক কি তোর একটুও জাগে না?
পাপ কি মনে ধরে?
এতিমের দীর্ঘশ্বাসে তোর,
ঘর যে ছারখার করে।

মিষ্টি কথায় এতিম ভুলিয়ে,
মারলে তাদের পেটে—
আখেরাতে কি জবাব দিবি?
সেদিন বড় নাটে।

এতিমের মাথায় হাত রাখলে,
জান্নাত হবে সাথী—
তাদের সম্পদ গ্রাস করলে,
নিভবে ঘরের বাতি।

দয়ালু হও ওহে সমাজ সেবক,
এতিমকে আপন করো—
তাদের চোখের অশ্রু মুছে,
মমতা একটু ধরো।

রাজপথের মিছিল

হক কথার মিছিল এলো,
রাজপথ হলো লাল—
ক্ষমতার ওই মদমত্তে তুই,
বিছিয়ে দিলে জাল।

নির্দোষের ওই তাজা রক্ত,
পিচঢালা পথে ভাসে—
বিবেক কি তোর একটুও কাঁপে না?
খুনীরা যখন হাসে।

অধিকারের কথা বললেই,
জুটবে কি শুধু গুলি?
বিবেকহীন এই শাসন ব্যবস্থা,
মরবে যখন কলি।

রক্তের প্রতিটি ফোঁটা তো তোর,
বিচার যে আজ চায়—
বিবেকের আদালত একদিন,
সাজাবে যে ধরায়।

জুলুমবাজের বিদায় হবে,
ন্যায়ের হবে জয়—
রক্তের দামে স্বাধীনতা আজ,
পাবে যে মহালয়।

মানবিক হও ওহে হুকুমদাতা,
বন্ধ করো এই খুন—
রাজপথের ওই রক্তের ছোপ,
জ্বালাবে পাপের হুণ।

———

দুর্নীতির মহোৎসব

———

অফিস থেকে আদালত পর্যন্ত,
দুর্নীতির ওই বিষ—
টাকা ছাড়া কাজ হয় না,
সবাই করে ফিসফিস।

ঘুষের টাকায় সাজাও বাড়ি,
করছো কত বিলাস—
দুর্নীতিতে এই দেশটা আজ,
হচ্ছে যে বিনাশ।

বিবেক কি তোর বলে না রে,
পাপের তরী বাইছিস?
হারাম রুজি পেটে পুরে,
শান্তি কি তুই পাইছিস?

সাধারণ মানুষের দীর্ঘশ্বাসে,
তোর যে হবে ক্ষয়—
দুর্নীতিবাজের বিচার হবে,
সেদিন মহাপ্রলয়।

সাদা জামার আড়ালে তোর,
লুকানো কত গ্লানি—
বিবেকের এই আর্তনাদ শোনো,
ফেরো সত্যের পথেই জানি।

সততার ওই সমাজ গড়ো,
ছাড়ো ঘুষের হাত—
আখেরাতের মুক্তি পাবে,
শান্ত হবে রাত।

———

বিচারহীনতার সংস্কৃতি

টাকার কাছে আইন বিক্রি,
পেল না বিচার কেউ—
অসহায় মানুষটি আজ,
ভাসছে দুঃখের ঢেউ।

অপরাধী আজ দাপটে ঘোরে,
মজলুম কাঁদে দ্বারে—
বিবেক কি তোর মরে গেছে আজ?
বিচারকের ঐ হাহাকারে।

আসল বিচারক তো উপরওয়ালা,
দেখছেন তিনি সব—
বিচারহীনতার এই সংস্কৃতিতে,
পাবে না কোনো রব।

হক ইনসাফ যদি না থাকে,
ধ্বংস হবে ধরা—
বিবেকের আদালত একদিন,
হবে যে সবার গড়া।

মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে তুমি,
জিতালে পাপিষ্ঠে—
আখেরাতে কি রক্ষা পাবি,
মালিকের ঐ বিচারে।

ন্যায়বিচারক হতে শেখো ও ভাই,
ভয় পেয়ো না আর—
বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
ঘুচবে অন্ধকার।

স্বাধীনতার হাহাকার

নামের শেষে স্বাধীনতা,
কাজে কি স্বাধীন তুই?
বিবেক তোমার বন্দি আজ,
ধরছো মিথ্যের মই।

কথা বলার অধিকার কেড়ে,
করছো কত বাহাদুরি—
স্বাধীনতার ওই মানচিত্র আজ,
বিবেক করে যে চুরি।

নিজের স্বার্থে দেশ বিক্রি,
করলে তুমি নিজে—
বিবেক কি তোর বলে না রে,
পাপের সাগরে ভিজে।

শহীদের ওই রক্তের দাম,
বুঝলে না তো কেউ—
স্বাধীনতার এই হাহাকারে,
আসছে মরণ ঢেউ।

বিবেক যখন স্বাধীন হবে,
বলবে সত্য কথা—
সেদিন হবে আসল বিজয়,
ঘুচবে সবটুকু ব্যথা।

১০০ বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
দেশকে ভালোবাসো—
স্বাধীনতার ওই পবিত্র নিশান,
বুকের মাঝেই হাসো।

ফেলে আসা শৈশব

কোথায় গেল সেই দিনগুলো?
ধুলোমাখা সেই পথ—
ছুটতে তুমি আপন মনে,
ছিল না কোনো রথ।

কাগজের ওই নৌকা ভাসিয়ে,
হতে তুমি রাজা—
আজ কেন দামী সুটে তুমি,
পাচ্ছো হাজার সাজা?

শৈশব তোমার পবিত্র ছিল,
ছিল না কোনো লোভ—
আজকের এই প্রাপ্তি তোমার,
বাড়াচ্ছে শুধু ক্ষোভ।

বিবেক কি তোর বলে না রে,
হারিয়েছিস কি ধন?
সরলতার সেই দিনগুলোই,
ছিল আসল ক্ষণ।

টাকা দিয়ে কি কিনতে পাবি,
মায়ের সেই আঁচল?
শৈশব আজ গুমরে কাঁদে,
চোখে নিয়ে জল।

ফিরতে যদি পারতে আবার,
সেই মেঠো ওই পথে—
বিবেক তখন শান্তি পেত,
ঈমানি ওই রথে।

―――

একাকীত্বের শহর

―――

হাজারো মানুষের ভিড় জমেছে,
শহর জুড়ে আলো—
ভিতরে তোমার একলা মন,
বাসছে না আর ভালো।

দামী ফ্ল্যাটের চার দেয়ালের,
বন্দি আছো তুমি—
সুখের মরীচিকা খুঁজে,
পাপের মরুভূমি।

আপন মানুষ পাশে বসে,
চেনে না কেউ কারে—
যান্ত্রিক এই জীবন তোমার,
ভাসছে অন্ধকারে।

বিবেক কি তোর ডুকরে কাঁদে,
একলা যখন থাকো?
মিথ্যে হাসির আড়ালে তুই,
নিজেরে কেন ঢাকো?

একাকীত্বের এই দহনে,
পুড়ছে তোমার প্রাণ—
মালিকের সাথে মিতালী করো,
পাবে তুমি ত্রাণ।

১০০ বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
একলা তুমি ভাই—
আখেরাতের ওই সফরে,
সঙ্গী কেউ নাই।

―――

হারানো স্বপ্ন

রঙিন কত স্বপ্ন ছিল,
আকাশ ছোঁয়ার নেশা—
সময়ের ওই ঘূর্ণিপাকে,
ছিঁড়লো ভালোবাসা।

পাবার লোভে হন্যে হয়ে,
ছুটলে কত দূর—
আজকে তোমার বুকের ভিতর,
বাজে করুণ সুর।

যাকে তুমি সার্থকতা ভাবলে,
সে ছিল এক ফাঁকি—
বিবেকের ওই আয়নায় আজ,
স্বপ্ন কত বাকি?

পাপের পথে স্বপ্ন বুনে,
করলে নিজের ক্ষয়—
আজকে কেন একলা কোণে,
পাস রে তুই ভয়?

স্বপ্ন তোমার মরে গেছে,
দুনিয়ার এই ভিড়ে—
আখেরাতের স্বপ্ন আঁকো,
তওবা করে ফিরে।

মালিকের ওই জান্নাতই তো,
আসল বড় স্বপ্ন—
বিবেক জাগাও পথিক এবার,
হও ঈমানে মগ্ন।

পরনিন্দা ও ঘৃণা

অন্যের সুখে পাথর ছোঁড়ো,
হাসো তুমি একা—
ঘৃণার বিষে নীল হয়ে আজ,
হচ্ছো কত বাঁকা।

পরের খুঁত খুঁজতে তুমি,
ব্যস্ত সারাদিন—
নিজের ভুলের পাহাড় তোমার,
হচ্ছে কত সীন?

ঘৃণা দিয়ে মানুষের মন,
জয় কি করা যায়?
বিবেকহীন এই সমাজ তোমার,
হারায় যে কূল পায়।

প্রতিটি মানুষের ভিতর আছে,
মালিকের এক রূপ—
ঘৃণা করলে পাপিষ্ঠ তুই,
হবি যে এক চুপ।

বিবেককে বলো ভালোবাসতে,
ছাড়ো ওই নিন্দা—
পরনিন্দার ফল তো বন্ধু,
মরবি তুই জিন্দা।

তওবা করো মন থেকে আজ,
সবার ভালো চাও—
মমতার এই পৃথিবী গড়ে,
মুক্তি তুমি পাও।

———

বিলাসিতার আড়ালে শূন্যতা

———

দামী সোফা, দামী গাড়ি,
ঝাড়বাতির ওই আলো—
ভিতরটা তোর অন্ধকার বড়,
লাগছে না আর ভালো।

বিলাসিতার এই জৌলুসে আজ,
হারিয়েছিস তুই মন—
শান্তি কি তুই পাচ্ছিস ওরে?
বলনা একটি ক্ষণ।

বাহিরটা তোর ঝলমল করে,
ভিতরে পচা ঘুণ—
বিবেকের এই আদালতে তুই,
করছিস নিজেরে খুন।

অভাবী লোকের দীর্ঘশ্বাসে,
তোর যে এই বাড়ি—
বিলাসিতার ওই প্রাচুর্য আজ,
দিচ্ছে তোকে আড়ি।

টাকা দিয়ে কি ঘুম কেনা যায়?
শান্তি কি তোর কেনা?
বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
আসল সুখ তো চেনা।

নম্র হও ওহে ভোগী বিলাসী,
অল্পে হও তুষ্ট—
ঈমানি আলোয় জীবন সাজাও,
হবে না কেউ রুষ্ট।

———

বন্ধুর বেশে শত্রু

পাশে বসে যে মিষ্টি হাসে,
খায় রে তোর সাথে—
আড়ালে সে গর্ত খোঁড়ে,
অন্ধকার ওই রাতে।

বিশ্বাসের ওই ঘাড়ে বসে,
করছে সে কত চাল—
বিবেকহীন এই বন্ধু তোরে,
ফেলবে মরণ জাল।

মুখোশধারী বন্ধু চেনা,
বড়ই কঠিন কাজ—
বিবেকের ওই আয়নায় আজ,
খোল রে মিথ্যে সাজ।

যারে তুমি কলিজা দিলে,
দিল সে বড় আঘাত—
আজকে কেন একলা কাঁদো,
বসে সারা রাত?

বন্ধু চেনো সময় থাকতে,
পাস না যেন ধোঁকা—
মালিক ছাড়া কেউ নেই আপন,
বুঝলি না তুই বোকা।

সত্যের বন্ধু খুঁজে নাও আজ,
পাবে তুমি দিশা—
ঈমানি বন্ধু সাথী হলে,
কাটবে অন্ধকার নিশা।

বিশ্বাসের ফাটল

একটি মিছে কথা তোমার,
ভাঙলো কত ঘর—
বিশ্বাসের ওই কাঁচের পাত্র,
হলো কত পর।

ভরসা করে হাত ধরেছিল,
ছেড়ে দিলে মাঝপথে—
বিবেক কি তোর কাঁপলো না রে,
বিলাসিতার ওই রথে?

বিশ্বাস তো এক পবিত্র ধন,
বুকের মাঝের নূর—
ভাঙলে পরে জোড়া লাগে না,
হয় যে বহুদূর।

পাপিষ্ঠ তুই বেইমানি করলি,
পাস নি একটু লাজ—
বিবেকের এই আর্তনাদ শোনো,
বন্ধ করো এই কাজ।

মালিকের সাথেও করছো খেয়ানত,
ভুলে গেছো কি তাঁর কথা?
বিশ্বাসের এই ফাটল তোকে,
দেবে যে বড় ব্যথা।

সততার ওই চাদরটা গায়ে,
হও রে বিশ্বাসী—
মুনাফিকের ওই পথ ছেড়ে আজ,
হও সত্যের অভিলাষী।

দামী গাড়ির যাত্রী

গ্লাস নামিয়ে বাইরে তাকাও,
তপ্ত পিচঢালা পথ—
শ্রমিক এক বৃদ্ধ মানুষ,
টানছে অভাবের রথ।

তোর গাড়ির ওই চাকার তলায়,
পিষছে কত প্রাণ—
দামী এসি রুমে বসে কি,
পাবি সে হাহাকার ত্রাণ?

টাকা দিয়ে কি পরকাল পাবি?
গাড়ি কি যাবে সাথে?
বিবেকের এই দংশন হবে,
অন্ধকার ওই রাতে।

মানুষের কষ্টের ওপর দাঁড়িয়ে,
করছো কত দাপট—
গাড়ির যাত্রী নামবে যেদিন,
হবে যে লণ্ডভণ্ড।

সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে,
গাড়ি যাবে না ভাই—
নিজের পায়েই হাঁটতে হবে,
সঙ্গী কেউ নাই।

বিবেককে বলো নম্র হতে,
রাস্তা দিয়ে যখন যাস—
অসহায়ের চোখের জল,
হবে রে তোর সর্বনাশ।

যান্ত্রিক মানবতা

মানুষ মরে মানুষ দেখে,
তুলে নেয় সেলফি—
সাহায্য করার হাত বাড়াতে,
লাগে সবার ফি।

রাস্তার ধারে পড়ে আছে লোক,
রক্তে ভেজা গায়—
মানবতা আজ ডুকরে কাঁদে,
মানুষের এই ধরায়।

যন্ত্রের মতো জীবন সবার,
মমতা নেই মনে—
টাকা আর স্বার্থই শুধু,
ঘুরছে সারাক্ষণে।

বিবেক তোমার মরে গেছে কবে?
মনুষ্যত্ব কি শেষ?
পশুর চেয়েও অধম হয়ে,
ধরছো মানুষের বেশ।

মনুষ্যত্বের আকাল ঘুচাতে,
হতে হবে দরদী—
ভালোবাসার এই পৃথিবী গড়ে,
মুছো সবার বিবাদী।

১০০ বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
মানুষ হতে শেখো—
সবার উপরে মানুষ সত্য,
এই কথাটি লেখো।

———

দুনিয়ার মায়া ত্যাগ

———

অর্ধেক পথ পার হলে বন্ধু,
দুনিয়া দেখা হলো—
এবার তুমি মনের ঘরে,
পরকাল প্রদীপ জ্বালো।

মায়ার জালে জড়িয়ে ছিলে,
এতটা দিন ও রাত—
এবার তুমি প্রস্তুত হও,
বাড়াও নেকির হাত।

যাকে ভাবলে চিরস্থায়ী,
সে তো এক ধোঁকা—
পরকালের সফরের জন্য,
সাজো নিয়ে নৌকা।

১০০ বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
৫১ নম্বর পাতা—
শুরু হবে আজ আখেরাতের,
জীবন খাতার খাতা।

দুনিয়া তো এক পান্থশালা,
মুসাফির তুমি ভাই—
মালিকের ঐ ডাক এসেছে,
ফিরতে হবে তো তাই।

তওবা করে পাক করো মন,
ছাড়ো এই মায়া—
জান্নাতের ওই শীতল হবে,
তোমার মাথার ছায়া।

———

শেষ বিদায় (মৃত্যু)

হঠাৎ থামবে ঘড়ির কাঁটা,
হঠাৎ হবে চুপ—
রঙিন পৃথিবী হারাবে দিশা,
বদলে যাবে রূপ।

যাকে তুমি 'আমি' বলতে,
হবে সে এক 'দেহ'—
কাফন পরাতে ব্যস্ত হবে,
রইবে না আর কেহ।

রাজার মুকুট, প্রজার লাঠি,
সবই পড়ে রবে—
মাটির মানুষ মাটির ঘরে,
লীন হয়ে যে যাবে।

যাদের জন্য সারা জীবন,
খাটলে গাধার মতো—
তারা তোমায় বিদায় দেবে,
ভুলে গিয়ে ক্ষত।

বিবেক তোমার আর্তনাদ করে,
প্রস্তুত কি তুমি?
মৃত্যু তো এক অমোঘ সত্য,
জীবন মরুভূমি।

এক সেকেন্ডের নেই যে ভরসা,
থামবে যখন প্রাণ—
সাথী হবে শুধু নেক আমল,
আর খাঁটি ওই ঈমান।

মাটির ঘর (কবর)

সাড়ে তিন হাত মাটির বিছানা,
নাই তো বাতি-পাখা—
অন্ধকারে একলা তুমি,
হিসাব দিতে একা।

না ছিল সেখানে ইট-পাথর,
না ছিল কোনো ছাদ—
শুরু হলো বন্ধু তোমার,
বিবেকের আর্তনাদ।

সাথী হবে শুধু তোমার,
সাদা আমলনামা—
সেদিন কিন্তু ছিঁড়বে সবার,
অহংকারের জামা।

পোকা-মাকড়ের বসতি হবে,
তোমার ওই দেহ—
খবর নিতে আসবে না তো,
আপন মানুষ কেহ।

অন্ধকারের সেই প্রদীপ যদি,
জ্বালতে চাও ভাই—
নামাজ ছাড়া সেই কবরে,
আলোর উপায় নাই।

দুনিয়ার এই রঙিন মেলা,
ফাঁকি দিয়ে সব—
কবর হবে শেষ ঠিকানা,
ডাকছে তোমায় রব।

একাকীত্বের সাথী (সওয়াল-জওয়াব)

অন্ধকারটা ঘনীভূত,
ভারী হবে বুক—
ফেরেশতারা প্রশ্ন তুলবে,
থমকে যাবে মুখ।

কে তোমার রব ছিল?
কী ছিল তোমার দ্বীন?
মাথা নিচু হবে যদি,
হও যে ঈমানহীন।

মুখের বুলি সরবে না সেদিন,
জবান হবে বন্ধ—
আমল দেখে বিচার হবে,
ঘুচবে মনের ধন্দ।

নবী তোমার কে ছিলেন?
চিনতে কি আজ পারো?
দুনিয়ায় কি তাঁর সুন্নতে,
জীবন তুমি গড়ো?

বিবেকের এই আদালত আজ,
কবরের ঐ কোণে—
মুক্তি কি তুই পাবি ওরে?
বলনা আপন মনে।

ঈমান যদি মজবুত হয়,
মিলবে সঠিক জবাব—
নইলে তোরে সইতে হবে,
কঠিন সব আজাব।

দুনিয়ার মোহ ও শেষ নিঃশ্বাস

টাকার নেশা, ক্ষমতার লোভ,
ছুটলে সারা রাত—
পাবার লোভে বাড়ালে তুমি,
হারাম-হালাল হাত।

ঘর বানালে পাথরে আর,
সাজালে দামী ফুল—
আখেরাতের খবর নিতে,
করলে বড় ভুল।

সেই মায়াজাল ছিঁড়বে যেদিন,
আসবে মালাকুল মউত—
দেখবে তোমার সাজানো বাগান,
হয়ে গেছে সব ভূত।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে,
চাইবে কি তুই ক্ষমা?
বিবেক তোর ডুকরে কাঁদে,
পাপের হিসাব জমা।

যাকে তুমি আপন ভাবলে,
দিল সে বড় ফাঁকি—
দুনিয়ার এই মরীচিকায়,
কি আর আছে বাকি?

এক ফোঁটা ওই চোখের জল,
তওবা যদি হয়—
মালিক তোমায় ক্ষমা করবেন,
ঘুচবে মনের ভয়।

কাফনের কাপড়

দামি রেশম, দামি সুতি,
পড়েছিলে কত—
আজ কপালে সাদা লিনেন,
নিষ্প্রাণ ও মৃত।

বিনা পকেটে নেই তো বোতাম,
সাদা কাপড় তিন—
দুনিয়ার সব শখ-আহ্লাদ,
হয়ে গেল ক্ষীণ।

এইটুকুতেই ইতি হলো,
তোমার যত সাজ—
এটাই তোমার আসল পোশাক,
সবার শেষ কাজ।

আতর গোলাপ ছিটিয়ে দেবে,
পচবে যখন দেহ—
দামী ঘ্রাণে ভুলবে না তো,
কবরের ঐ কেহ।

বিবেক কি তোর বলে না রে,
সাজলি কিসের তরে?
কাফন পরেই থাকতে হবে,
মাটির অন্ধকার ঘরে।

তৈরি কি তোর সেই পোশাক?
ঈমানি ওই নূর—
নইলে তো তোর কাফন হবে,
আগুনের তন্দুর।

সালাতুল জানাজা

মিনার থেকে ডাক এসেছে,
চমকে ওঠে গ্রাম—
সবাই বলে কোন মানুষটা?
জানতে চায় সে নাম।

কাতারবদ্ধ মানুষগুলো,
দাঁড়ায় তোমার পিছে—
সবাই বলবে লোকটা ভালো,
নাকি সবই মিছে?

শেষ বিদায়ের দোয়াটি আজ,
সবচেয়ে বড় ধন—
পেলে খোদার ক্ষমা তুমি,
জুড়াবে এ মন।

তুমি ছিলে কাতার ভেঙে,
নামাজ পড়ো নাই—
আজ কেন তুই সবার আগে,
নামাজ পড়তে ভাই?

ইমাম যখন বলবে তাকবির,
নিথর রবে শুয়ে—
বিবেকের এই আর্তনাদ কি,
পাবি না তুই ছুঁয়ে?

সময় থাকতে কাতারে আয়,
নামাজ পড়তে শেখ—
জানাজা তোর হবেই একদিন,
বিবেক খুলে দেখ।

মিছে মায়ার সংসার

যাদের জন্য সারা জীবন,
খাটলে গাধার মতো—
তারা তোমায় গোসল দেবে,
ভুলে গিয়ে ক্ষত।

খাটিয়াটা নামিয়ে দেবে,
বাঁশবাগানের ধারে—
সকাল হলে ভাগ হবে সব,
পাবে না কেউ কারে।

মায়ার বাঁধন মায়ার খেলা,
রক্তের সেই টান—
কবর ছেড়ে ফিরবে সবাই,
করবে কাজে ধ্যান।

স্ত্রী কাঁদবে কয়েক বছর,
সন্তান হবে ব্যস্ত—
তোমার কথা কেউ কি ভাববে?
হবি যখন অস্ত।

বিবেকহীন এই সংসারের,
করলি কত সেবা—
কবরের ঐ অন্ধকারে,
সাথী হবে কেবা?

মালিক ছাড়া কেউ নেই আপন,
বুঝে নাও তুমি আজ—
মায়ার শিকল ছিঁড়তে শেখো,
করো নেকের কাজ।

সময়ের মূল্য (আখেরাতের পুঁজি)

সময় ছিল হাতে তোমার,
সময় ছিল কত—
নামাজ ভুলে ডুবে ছিলে,
পশুর নেশায় মত।

সুযোগ ছিল তওবা করার,
সুযোগ ছিল নীড়ে—
হেলায় তুমি দিন কাটালে,
দুনিয়ার এই ভিড়ে।

সেকেন্ড-মিনিট পার হয়ে আজ,
স্থির হয়েছে প্রাণ—
আফসোস করে লাভ নেই আর,
শেষ যে জীবনের গান।

প্রতিটি ক্ষণ হিরের টুকরো,
আখেরাতের পুঁজি—
কেন তুই হেলায় হারালি?
পাপের বোঝা খুঁজি।

বিবেক তোর কড়া নাড়ে আজ,
জাগবি কি তুই আর?
সময়ের এই অবহেলা তো,
ঘোর অন্ধকার।

এখনও যদি নিঃশ্বাস থাকে,
তওবা করো ভাই—
সময়ের এই মূল্য না দিলে,
নাজাতের পথ নাই।

তওবার অশ্রু

এখনও কি সময় আছে?
নয়ন ভেজাও নীরে—
ক্ষমা চাও ওই মালিকের কাছে,
গভীর অন্ধকারে।

এক ফোঁটা ওই চোখের পানি,
জাহান্নামকে মোছে—
সত্যি যদি লজ্জিত হও,
সব গুনাহ যে ঘোচে।

আয় ফিরে আয় গুনাহগার,
মালিক তোমায় ডাকে—
আখেরাতের সফেদ আলো,
লাগাও তোমার বাঁকে।

পাপের সাগর পাড়ি দিতে,
তওবা তোমার তরী—
কেন মিছে দেরি করছ?
চলছে মরণ ঘড়ি।

বিবেক যখন শুদ্ধ হবে,
পাবে তুমি দিশা—
তওবার ওই আলোয় কাটবে,
গুনাহের কালো নিশা।

আল্লাহ বড় মেহেরবান,
দেন না তিনি ফিরায়—
চোখের জলে ধুয়ে নাও পাপ,
মুক্তি পাবে তায়।

শেষ ঠিকানা

মাটির ওপর দম্ভ ছিল,
মাটির ওপর বাস—
মাটির নিচে হারিয়ে গেল,
উত্তপ্ত নিঃশ্বাস।

এটাই তোমার গন্তব্য ছিল,
এটাই আদি ঘর—
বাকি সবই ছিল বন্ধু,
ভীষণ যাযাবর।

১০০ বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
জাগো রে ও ভাই—
ওপারে তোমার হিসেব হবে,
পালানোর পথ নাই।

অন্ধকার ঐ কবরের কোণে,
হবি যখন লীন—
কেউ কি তোরে মনে রাখবে?
হবি যখন ক্ষীণ।

শান্তি যদি পেতে চাও আজ,
খোঁজো সত্য পথ—
ঈমানি ওই তরী বেয়ে,
থামাও মায়ার রথ।

শেষ ঠিকানা কবর তোমার,
সাজাও নেকের তায়—
বিবেক জাগলে মুক্তি তোমার,
খোদার ওই ছায়ায়।

সেই বিভীষিকাময় দিন
(কঠিন হাশর)

সূর্যটা আজ মাথার ওপরে,
জমিন তামাটে লাল—
কোথায় পালাবে ওহে গুনাহগার,
ছিন্ন হয়েছে জাল।

হাহাকার আর ইয়া নফসি,
ছুটবে দিশেহারা—
পাবে না খুঁজে ছায়া সে দিন,
পাপীরা পথহারা।

ঘাম চুইয়ে বুক ভিজে যায়,
নাফসি নাফসি রব—
বিবেকের দংশন শুরু সেদিন,
থেমে যাবে কলরব।

মা ভুলে যাবে আপন সন্তানে,
ভাই হারাবে ভাই—
খোদার আরশ ছাড়া কোথাও,
শান্তির ছায়া নাই।

বিবেক কি তোর একটুও কাঁপে?
হাশরের ঐ ময়দানে—
হিসাব দিতেই হবে রে তোর,
মালিকের ঐ স্থানে।

নেক আমলের ছায়াটি যদি,
জ্বালতে চাও ভাই—
আজকে তুমি তওবা করো,
উপায় অন্য নাই।

আমলনামার পাল্লা
(মিজান)

পাল্লায় উঠবে তোমার কর্ম,
নিখুঁত ওজনের কাজ—
ধরা পড়ে যাবে ছোট বড় সব,
গোপন যত লাজ।

ডানে যদি যায় ওজনের ভার,
হাসবে মুমিন মুখ—
বামে গেলেই আঁধার ঘনিবে,
ফাটবে ব্যথায় বুক।

বিন্দু পরিমাণ নেকি কিম্বা বদ,
বাদ যাবে না আর—
মিজানই বলবে কার জয় হবে,
কার হবে হার।

এক ফোঁটা ওই নেকির তরে,
ছুটবে তুমি দ্বারে—
কেউ কি তোমায় করবে সাহায্য?
কেউ কি নেকি ধারে?

বিবেকের এই আদালত আজ,
মিজানের ঐ পাল্লায়—
জাগো রে পথিক সময় থাকতে,
আল্লাহর ঐ আল্লাহয়।

তওবা করে নেকি বাড়াও,
গুনাহ করো দূর—
পাল্লা তোমার ভারী হবে,
মিলে জান্নাতি নূর।

================================
গুনাহের বোঝা
================================

পিঠের ওপর পাহাড় সমান,
বয়েছ ভুলের ভার—
মিছে এই দুনিয়াতে তুমি,
মেনেছ শয়তানি হার।

পরনিন্দা আর গীবত ছিল,
জিহ্বা তিতো বিষ—
আজকে কাঁদে সেই বিবেক,
করে যে ফিসফিস।

ক্ষমা চাওয়ার সময়টি আজ,
অতীত হয়েছে হায়—
বোঝা নিয়ে এখন দাঁড়াতে হবে,
খোদার ঐ আঙ্গিনায়।

যে ভার তুমি বইতে পারো না,
কেন নিলে পিঠে?
হারাম রুজির পাহাড় তোমার,
লাগছে না আজ মিঠে।

বিবেকের এই আর্তনাদ শোনো,
বোঝা করো হালকা—
তওবা ছাড়া মুক্তি নাই তোর,
হবি যে তুই ছাইকা।

পাপের সাগর পাড়ি দিতে,
লাগে ঈমানি তরী—
কেন মিছে বোঝা বাড়ালি?
চলছে মরণ ঘড়ি।

নেক আমলের আলো

অন্ধকার সেই ময়দানে আজ,
একটি প্রদীপ জ্বলে—
তোমার নামাজ, তোমার রোজা,
আসবে কাছে দলে।

কোরআন তিলাওয়াত নূর হয়ে আজ,
পথ দেখাবে রাহে—
মুমিন বান্দা ভয় পাবে না,
শান্তি রবে গাহে।

দান-সদকার ছায়াটি পাবে,
তপ্ত রোদের দিনে—
খোদা কি কাউকে ভুলে যান?
রাখেন তিনি চিনে।

এক গ্লাস জল তৃষ্ণার্তকে,
দিয়েছিলে যা গোপনে—
সেটাই তোমার মুক্তি হবে,
হাশরের ঐ কোণে।

বিবেক কি তোর আলোকিত আজ?
নেক আমলের তায়—
শান্তি যদি পেতে চাও বন্ধু,
হও যে তওবাশীল তায়।

নামাজ তোমার খুঁটি হবে,
রোজা হবে ঢাল—
ঈমানি আলোয় জীবন সাজাও,
আসবে না কোনো কাল।

হিসাবের কাঠগড়ায়

একলা তুমি দাঁড়িয়ে বন্ধু,
মালিকের সম্মুখে—
আগের মতো নেই তো দাপট,
জ্বর আসে আজ বুকে।

যৌবন কোথায় ব্যয় করলে?
সম্পদ এলে কই?
একটি একটি হিসাব দাও আজ,
খুলে আমল বই।

চোখ-কান আর হাত-পা তোমার,
সাক্ষী দেবে আজ—
নিজের কাছেই লজ্জিত হবে,
পাবে না খুঁজে লাজ।

মুখের জবান বন্ধ হবে,
মোহর পড়বে মুখে—
প্রতিটি কাজের হিসাব দিবে,
ফেটে যাওয়া ঐ বুকে।

বিবেক কি তোর আর্তনাদ করে?
হিসাব কি তোর ঠিক?
মাথা নিচু হবে সেদিন তোর,
তাকাবি কোন দিক?

সময় থাকতে হিসাব মেলাও,
মালিকের রহম নাও—
তওবা করে মন থেকে আজ,
গুনাহ ধুয়ে দাও।

নবীজির (সা.) শাফায়াত

সব নবী যখন বলবে নাফসি,
আঁধার চারিধার—
রহমাতুল্লিল আলামিন শুধু,
করবেন হাহাকার।

উম্মতি উম্মতি ডেকে তিনি,
করবেন অনুনয়—
নবীজির ছায়ায় ঠাঁই পেলে আজ,
ঘুচবে মনের ভয়।

কাউসারের সেই পেয়ালা হাতে,
দাঁড়াবেন প্রিয়জন—
তাঁর সুপারিশে মুক্তি পাবে,
তপ্ত হাজারো মন।

যাঁর সুন্নতে অবহেলা করলে,
চিনবে কি আজ তিনি?
উম্মত হিসেবে ডাকবেন কি তোমায়?
নাকি চিনবে না তিনি?

বিবেকের এই আর্তনাদ শোনো,
নবীকে ভালোবেসো—
তাঁরই পথে জীবন সাজালে,
হাশরে তবেই এসো।

শাফায়াত যদি পেতে চাও বন্ধু,
হও নবীর অনুসারী—
তাঁরই ছায়ায় মুক্তি তোমার,
হাশর হবে না ভারি।

হাউজে কাউসারের তৃষ্ণা

কোটি বছরের তৃষ্ণা নিয়ে,
হবে যে কঙ্কাল—
পানির জন্য হাহাকার রবে,
হবে যে চিরকাল।

এক চুমুকে তৃষ্ণা মেটাতে,
নবী দেবেন দান—
বেহেশতি সুধায় ভরে যাবে,
মুমিনের এই প্রাণ।

পাপিষ্ঠরা বঞ্চিত রবে,
ফিরিয়ে দেবেন নূরে—
খোদার দ্রোহী যারা ছিল,
থাকবে তারা দূরে।

বিবেকের এই হাহাকার শোনো,
তৃষ্ণা কি তোর আছে?
কাউসারের সেই সুধা পিতে,
আয় নবীর কাছে।

নামাজ রোজা ইবাদতে তুই,
খুঁজে নে সেই পথ—
কাউসারের ঐ শীতল জলই,
শান্ত করবে তোর রথ।

তওবা করে তৃষ্ণা মেটাও,
ঈমানি নূরের তায়—
মুক্তি তোমার মিলবে তবেই,
কাউসারের ঐ ছায়ায়।

বিচারকের আসনে আল্লাহ

আজকে নেই কোনো রাজা-বাদশাহ,
নেই কোনো বিচারক—
সর্বশক্তিমান মালিকের হাতে,
সবার জীবন-চক্র।

ইনসাফ হবে কড়ায় গন্ডায়,
হবে না অবিচার—
ধনী-গরিব সবাই সমান,
রইবে না অহংকার।

তাঁর হুকুমে জান্নাত হবে,
হবে যে জাহান্নাম—
বিবেক তখন কেঁদে বলবে,
কি পেলাম আর কি হারালাম?

মহাসম্মিলনী হাশরের ময়দানে,
তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক—
মাথা নত করে দাঁড়াতে হবে,
পাপিষ্ঠ প্রতিটি লোক।

বিবেকের এই আর্তনাদ শোনো,
ভয় কি তোর হয়?
মালিকের ঐ বিচারে তোর,
হবে কি বিজয়?

সময় থাকতে অনুতপ্ত হও,
খোঁজো ক্ষমা তাঁর—
মালিকের ঐ দয়া ছাড়া,
শান্তি নাই আর।

পুলসিরাতের পারাপার

চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম পথটি,
খড়্গের চেয়ে ধার—
নিচে জ্বলছে দোযখের লেলিহান,
ভীষণ হাহাকার।

বিদ্যুৎ গতিতে পার হবে সে,
নেককার যে জন—
পাপীরা সেথায় ছিটকে পড়বে,
কাঁদবে সারাক্ষণ।

পার হতেই হবে ওহে পথিক,
পার হওয়ার নেই পথ—
আমল তোমার ঘোড়া হবে,
আমলই হবে রথ।

বিবেক কি তোর একটুও বলে না?
পার হবি তুই কেমনে?
পাপের বোঝা পিঠে নিয়ে তোর,
আঁধার আছে সামনে।

ঈমানি আলোয় পুলসিরাত তোর,
হবে ঝলমলে পথ—
তওবা করে পাপ ছেড়ে দে,
সাজাও নেকের রথ।

নামাজ তোমার লাঠি হবে,
রোজা হবে পাথেয়—
পুলসিরাতের ঐ কঠিন পথে,
নেক আমলই হবে শ্রেয়।

অন্ধকার থেকে আলোর পথে

বিবেকের আর্তনাদ শোনো বন্ধু,
ভুলের পথ ছাড়ো—
আখেরাতের রঙিন প্রদীপ,
মনেতে আজ জ্বালো।

দুনিয়ার এই ছোট আয়ু,
হবে যে অবসান—
পরকালের অসীম পথে,
সাঁজো নিয়ে ঈমান।

এই পাতায় এসে থামো একবার,
স্থির করো এক লক্ষ্য—
আখেরাতের তরী বাইতে,
শক্ত করো বক্ষ।

বিবেক জাগলে মুক্তি তোমার,
ঘুচবে অন্ধকার—
ঈমানি পথে চললে তুমি,
হবি না তুই হার।

বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
আয় রে আলোর পথে—
জান্নাতের ঐ ঠিকানা তোর,
ঈমানি ঐ রথে।

শুরু হবে নতুন অধ্যায়,
ইবাদতের নতুন গান—
মালিকের ঐ রহম পেতে,
হও এক শুদ্ধ প্রাণ।

নামাজের আহ্বান

মিনার থেকে ডাক এসেছে,
হাইয়া আলাস সালাহ—
মালিক তোমায় ডাকছেন আজ,
খোল মনের তালা।

দুনিয়ার এই কাজের ভিড়ে,
ভুললে তুমি কারে?
পাঁচটি বারের ডাকটি কেন,
যায় যে বিফল দ্বারে?

নামাজ তো এক মুমিনের নূর,
কবরের এক বাতি—
বেনামাজীর হাশর হবে,
ফেরাউনেরই সাথী।

বিবেক কি তোর বলে না রে,
সেজদাহ করিস নাই?
মাথার কপাল ধুলোয় মিশবে,
উপায় কি আর পাই?

সময় থাকতে কাতার দাড়াও,
পাক করো আজ মন—
নামাজই তো দেবে মুক্তি,
জান্নাতের ঐ কোণ।

বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
নামাজ ধরো ভাই—
সাথী হবে নামাজ তোমার,
সঙ্গী অন্য নাই।

কোরআনের সুর

তাকটা জুড়ে ধুলো জমেছে,
পবিত্র সেই বই—
কোরআন ছেড়ে দুনিয়া খুঁজো,
শান্তি পাবে কই?

মালিকের ওই চিঠি তোমার,
পড়লে না তো কেউ—
বুকের ভিতর উঠছে কেবল,
পাপের মরণ ঢেউ।

কোরআন তো এক আলোর দিশা,
অন্ধকারের রাহে—
পড়লে পরে প্রশান্তি তোর,
ভোর হবে ঐ গাহে।

বিবেক কি তোর একটুও কাঁপে?
তেলাওয়াত শুনিস নাই?
হাশরের ঐ ময়দানে আজ,
সুপারিশ কি পাই?

কোরআন বুকে আঁকড়ে ধরো,
খুঁজতে শেখো পথ—
হেদায়াতের আলোয় সাজাও,
জীবনের এই রথ।

প্রতিটি হরফে নেকি তোমার,
বাড়বে দমে দমে—
কোরআন হবে তোমার সাথী,
আঁধার কবর কমে।

সিজদাহর প্রশান্তি

কপাল যখন জমিন ছোঁবে,
মালিক থাকেন কাছে—
সবটুকু দুঃখ ভুলে যাও তুমি,
শান্তি যেথায় আছে।

দুনিয়ার এই হাহাকার আর,
মনের যত ভার—
একটি সেজদাহ মোছে তোমার,
সবটুকু আঁধার।

অহংকারের মাথা তোমার,
নামাও ধুলোর পরে—
খোদার রহম ঝরবে তোমার,
অন্ধকার ঐ ঘরে।

বিবেক কি তোর পায় না খুঁজে,
সেই সেজদাহর সুখ?
মিছে মায়ায় ভাসছিস তুই,
নিয়ে মরা মুখ।

সেজদাহ দিলে কলিজা জুড়ায়,
পায় যে মনে বল—
মালিকের ঐ প্রেমের জোয়ারে,
চোখে আসুক জল।

আয় ফিরে আয় সেজদাহর রাহে,
মনটা করো বড়—
সিজদাহই তো আসল ঠিকানা,
আঁকড়ে তারে ধরো।

জিকিরের বরকত

জিহ্বা তোমার সিক্ত থাকুক,
মালিকের ঐ নামে—
অন্তর তোমার শান্ত হবে,
পাপের সকল ঘামে।

সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ,
জপো সারাক্ষণ—
জিকির ছাড়া শূন্য তোমার,
পাপিষ্ঠ এই মন।

শয়তানি সব ধোঁকা থেকে,
বাঁচবে তুমি নিজে—
জিকির করলে রহম ঝরবে,
মনটা রবে ভিজে।

বিবেক কি তোর মরা কাষ্ঠ?
জিকির করিস নাই?
মালিকের ঐ স্মরণ ছাড়া,
নাজাত কি আর পাই?

জিকিরের ওই মালা গেঁথে,
সাজাও নিজের বুক—
হাশরের ঐ ময়দানে আজ,
পাবে জান্নাতি সুখ।

বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
আল্লাহকে আজ ডাকো—
জিকিরের ওই নূরের চাদরে,
নিজেরে ঢেকে রাখো।

পর্দার অন্তরালে মর্যাদা

পর্দা তো এক অলংকার ভাই,
নারীর বড় সম্মান—
বেহায়াপনার জোয়ারে আজ,
হারিও না ঈমান।

হায়া ও লজ্জা ঈমানের অঙ্গ,
ভুলে গেছ কি ও ভাই?
দৃষ্টি তোমার সংযত করো,
পাপের কোনো ঠাঁই নাই।

নারী হলো ঘরের বরকত,
রাখো তারে ঢেকে—
অশ্লীলতার বিষে তুমি,
থাকিও না আর মেখে।

বিবেক কি তোর লজ্জিত হয়?
পর্দা করিস নাই?
হাশরের ঐ বিভীষিকায়,
লাজ কি খুঁজে পাই?

শালীনতার চাদরটা গায়ে,
বাঁচাও নিজের মান—
পর্দার মাঝেই খুঁজে পাবে,
পবিত্র সেই ত্রাণ।

বিবেক জাগাও ওহে সমাজ,
পর্দা ধরো শক্ত—
শালীন সমাজ গড়তে হলে,
হও ঈমানের ভক্ত।

হারাম উপার্জনের বিষ

হারাম রুজি পেটে পুরে,
করছো কত দাপট—
রক্তে তোমার মিশছে বিষ,
পাপের লণ্ডভণ্ড।

হারাম খেয়ে ইবাদত তোর,
হবে না কবুল—
বিবেকহীন এই জীবন তোমার,
করছো বড় ভুল।

সন্তানরে তুই বিষ খাওয়াচ্ছিস,
হারাম টাকার তায়—
তার অভিশাপে ধ্বংস হবি,
দুনিয়ার ঐ ধরায়।

বিবেক কি তোর একটুও বলে না,
মালিক দেখছেন সব?
হারাম কামাই করলে রে তোর,
রইবে না কোনো রব।

হালাল রুজি তিতে হলেও,
সেটাই আসল নূর—
হারাম টাকার পাহাড় তোর,
জাহান্নামের তন্দুর।

তওবা করে হারাম ছাড়ো,
খোঁজো হালাল পথ—
হালাল রুজিতে বরকত পাবে,
সাজাও নেকের রথ।

মা-বাবার দোয়া

পায়ের নিচে জান্নাত তোমার,
সেবা করলে পায়—
মা-বাবার ওই দোয়ার তলে,
শান্তি দুনিয়ায়।

যাদের তরে বড় হলে আজ,
ঠেললে তাদের দূরে—
বিবেক তোমার আর্তনাদ করে,
নরকের সেই সুরে।

মায়ের চোখের এক ফোঁটা জল,
আরশ কাঁপায় ভাই—
বাবা-মায়ের দোয়া ছাড়া,
নাজাতের পথ নাই।

বিবেক কি তোর পাষাণ পাথর?
সেবা করিস নাই?
বৃদ্ধাশ্রমের দেয়াল কাঁদে,
তুই কি মানুষ ভাই?

সময় থাকতে ক্ষমা চাও আজ,
জড়াও তাদের বুকে—
মা-বাবার ওই দোয়ায় তোমার,
হাসি ফুটবে মুখে।

জান্নাত যদি পেতে চাও বন্ধু,
খিদমত করো আজ—
মা-বাবার ওই চরণতলে,
সাজাও নিজের কাজ।

এতিমের চোখের জল

মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই যার,
কাঁদে সারাক্ষণ—
তারই সম্পদ গ্রাস করলি তুই?
ওরে পাপিষ্ঠ মন!

এতিমের ওই চোখের পানি,
অভিশাপ হয়ে ঝরবে—
তোর অট্টালিকা তাসের ঘর,
মাটিতে মিশে পড়বে।

বিবেক কি তোর একটুও বলে না,
পাপ কি মনে ধরে?
এতিমের দীর্ঘশ্বাসে তোর,
ঘর যে ছারখার করে।

নবী আমাদের এতিম ছিলেন,
খোঁজ কি রেখেছ তাঁর?
এতিমের হক নষ্ট করলে,
ঘুচবে না অন্ধকার।

দয়ালু হও ওহে পাষাণ,
এতিমকে আপন করো—
তাদের চোখের অশ্রু মুছে,
মমতা একটু ধরো।

এতিমের মাথায় হাত রাখলে,
জান্নাত হবে সাথী—
তাদের সম্পদ গ্রাস করলে,
নিভবে ঘরের বাতি।

গীবত ও জবান

জিহ্বা তোমার তলোয়ারের ধার,
কাটছে অন্যের বুক—
গীবত করে পাপিষ্ঠ তুই,
খুঁজিস কিসের সুখ?

পরের নিন্দা করতে তোমার,
লাগে বড়ই মিঠা—
মুখের কথায় বিষ ঢেলে দাও,
ভাঙো অন্যের ভিটা।

বিবেক কি তোর মরা কাষ্ঠ?
জবান সামলাস নাই?
হাশরের ঐ ময়দানে আজ,
হিসাব কি খুঁজে পাই?

গীবত তো এক জঘন্য পাপ,
মৃত ভাইয়ের গোশত—
সে বিষ খেয়ে তুই কেন আজ,
হচ্ছিস পাপিষ্ঠ দোস্ত?

সংযত করো নিজের ভাষা,
খুঁজতে শেখো গুণ—
গীবত করলে আমল তোমার,
পুড়বে যেমন চুণ।

তওবা করো মন থেকে আজ,
বন্ধ করো এই জবান—
বিবেক জাগলে মুক্তি তোমার,
হও এক শুদ্ধ প্রাণ।

সুদের অভিশাপ

সুদ তো এক সর্বনাশা,
হারাম রুজির মূল—
বিপদ দেখে সুদ খেয় না,
করো না বড় ভুল।

সুদ তো আল্লাহর সাথে যুদ্ধ,
ভুলে গেছ কি ও ভাই?
সুদের ওই আগুনের শিখায়,
নাজাতের উপায় নাই।

সংসারটা ধ্বংস হলো,
সুদের ওই জালে—
তুমিও কি আজ মত্ত আছো,
রঙিন সেই তালে?

বিবেক কি তোর একটুও কাঁপে না?
সুদ কি তোর রক্তে?
সুদের টাকায় সাজাস বাড়ি,
পাপের ঐ সক্তে।

সুদ ছেড়ে দাও তওবা করো,
করো রে হালাল কাম—
শান্তির জীবন পাবে তুমি,
রইবে তোমার নাম।

বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
সুদ করো আজ দূর—
ঈমানি আলোয় জীবন সাজাও,
মিলবে জান্নাতি নূর।

জাহান্নামের লেলিহান শিখা

আগুনের সেই লেলিহান শিখা,
গর্জনে কাঁপবে বুক—
সেথায় গেলে পাপিষ্ঠ তুই,
হারাবি সব সুখ।

দুনিয়ার এই আগুনের চেয়ে,
সত্তর গুণ তার ধার—
পুড়বে রে তোর পচা দেহ,
ঘুচবে না অন্ধকার।

বিবেক কি তোর একটুও কাঁপে?
জাহান্নাম দেখিস নাই?
পাপের সাগরে ডুবলে তোর,
রক্ষা কি খুঁজে পাই?

আগুনের সেই পাহাড় বেয়ে,
উঠতে হবে তোরে—
তওবা ছাড়া মুক্তি কি তোর,
জাহান্নামের ঐ ঘোরে?

সময় থাকতে ফেরো বন্ধু,
খোঁজো দয়ার পথ—
জাহান্নামের ওই আগুন থেকে,
বাঁচাও নিজের রথ।

বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
আয় রে আলোর পথে—
জান্নাতের ঐ ঠিকানা তোর,
ঈমানি ঐ রথে।

পাপিষ্ঠের হাহাকার

গগনবিদারী চিৎকার হবে,
কাঁদবে সারাক্ষণ—
কেউ কি তোমায় করবে রক্ষা?
ওরে পাপিষ্ঠ মন!

পানির জন্য হাহাকার রবে,
পাবি যে তপ্ত পুঁজ—
কলিজা তোর ফেটে যাবে,
পাবি না রে খুঁজ।

বিবেক কি তোর পাষাণ পাথর?
আক্ষেপ করিস নাই?
হাশরের ঐ ময়দানে আজ,
আর্তনাদ কি পাই?

দুনিয়ায় তুই হাসলি কত,
করলি কত পাপ—
আজকে কেন একলা কাঁদো?
নিয়ে মনস্তাপ।

মালিক তোমায় ছাড় দেবেন না,
হবে যে চরম আজাব—
বিবেক তখন আর্তনাদ করবে,
দিবে না কেউ জবাব।

তওবা করে মন ধুয়ে নাও,
হও যে অনুতপ্ত—
জাহান্নামের ঐ হাহাকার যেন,
না হয় তোর তপ্ত।

ইবলিসের নীল নকশা

শয়তানি সব ধোঁকা দিয়ে,
ভোলালো তোমার মন—
রঙিন জালে জড়িয়ে তোমায়,
মারলো সারাক্ষণ।

ইবলিস তোরে বলেছিল যা,
সবই ছিল এক ফাঁকি—
আজকে তোরে একলা ফেলে,
পালিয়েছে সে জাঁকি।

বিবেক কি তোর একটুও বলে না?
শয়তান তোর শত্রু—
কেন তুই তার পিছে ছুটলি?
হারালি সব সত্য।

আখেরাতের ওই ময়দানে আজ,
শয়তান দেবে না দোষ—
নিজের দোষে পুড়বি তুই,
হারিয়ে সব হুশ।

শয়তানি ওই নীল নকশা,
ভেঙে দাও ঈমানে—
মালিকের ওই পথে চলো,
শান্তি পাবে প্রাণে।

বিবেক জাগাও পথিক এবার,
শয়তান করো দূর—
মালিকের ওই রহম পেতে,
হও এক শুদ্ধ নূর।

জান্নাতের সুসংবাদ

মুমিন বান্দার চিরসুখ আজ,
মিলবে জান্নাত দ্বারে—
ফেরেশতারা বলবে সালাম,
আসুন মালিকের ঘরে।

কষ্ট তোমার শেষ হলো আজ,
মিটেছে সবটুকু ব্যথা—
শান্তির নীরে জুড়াবে প্রাণ,
হবে না কোনো কথা।

বিবেক কি তোর আলোকিত আজ?
জান্নাত দেখিস নাই?
নেক আমলের ফল কি তুই,
পাসনি রে ও ভাই?

দুধের নহর, মধুর নদী,
বইবে সারাক্ষণ—
শান্তি আর শান্তির আবাস,
পাবে তোমার মন।

জান্নাত পেতে ইবাদত করো,
হও মালিকের ভক্ত—
ঈমানি আলোয় জীবন সাজাও,
বিবেক হবে শক্ত।

বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
জান্নাত তোমার ঘর—
দুনিয়ার এই মায়া ছেড়ে,
হও না যাযাবর।

হুর ও গেলমানের আবাস

সবুজ চাদরে ঘেরা বাগান,
দামী সব রেশমি সাজ—
জান্নাতি সব রমণীরা আজ,
পাবে তাদের রাজ।

মুক্তার মতো হাসবে তারা,
গাইবে প্রেমের গান—
মালিকের ঐ সৃষ্টি দেখে,
জুড়াবে মুমিন প্রাণ।

বিবেক কি তোর পায় না খুঁজে,
সেই জান্নাতি সুখ?
মিছে মায়ায় ভাসছিস তুই,
নিয়ে পচা মুখ।

পরকালে ওই সুখ পেতে তুই,
পবিত্র করো নিজেরে—
দুনিয়ার এই নোংরা পাপ,
মুছে ফেলো ধীরে।

হুর ও গেলমান সাথী হবে,
জান্নাতের ঐ কোণে—
ঈমান যদি মজবুত হয়,
পাবে তুমি মনে।

তওবা করে মন ধুয়ে নাও,
সাজাও নেকের তায়—
জান্নাতের ঐ পবিত্রতায়,
শান্তি পাবে তায়।

জান্নাতের নহর ও নেয়ামত

তৃষ্ণা তোমার মিটবে সেদিন,
হাউজে কাউসারের জলে—
স্বর্ণের সব থালা থাকবে,
জান্নাতি সব ফলে।

যা তুমি আজ চাইবে মনে,
আসবে চোখের সামনে—
শান্তির এক রাজপ্রাসাদে,
রইবে জান্নাতি আমনে।

বিবেক কি তোর একটুও জাগে না?
নেয়ামত দেখিস নাই?
মালিক তোমায় দেবেন কত,
খুঁজে কি আর পাই?

কখনও কোনো ফুরাবে না কিছু,
হবে না কোনো শেষ—
চিরস্থায়ী শান্তি সেথায়,
মুমিনের জান্নাতি বেশ।

নেক আমলের বাগান সাজাও,
মালিকের রহম পাও—
জান্নাতের ওই নেয়ামত পেতে,
তওবা করে যাও।

বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
জান্নাত হবে সাথী—
ঈমানি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখো,
নিভবে না ঘরের বাতি।

মুমিনের চিরস্থায়ী জয়

দুনিয়ায় তুই কষ্ট করলি,
সলি মালিকের পথে—
আজকে দেখ তোর বিজয় নিশান,
জান্নাতের ঐ রথে।

নামাজ রোজা ইবাদত তোর,
সাক্ষী দেবে আজ—
মালিক তোমায় জড়িয়ে নেবেন,
দেবেন রাজার সাজ।

বিবেক কি তোর শান্ত এখন?
মুক্তি পেলি তুই—
পাপের সাগর পাড়ি দিয়ে,
ধরলি জান্নাতি মই।

অন্ধকার ঐ কবরের কোণে,
দুঃখ ছিল যতো—
সবটুকু আজ মুছে গেল,
জান্নাতের ঐ তায় ততো।

ঈমানের ওই ফল পেলি তুই,
মুমিন বান্দা ওরে—
চিরস্থায়ী শান্তি সেথায়,
সাজাও আপন ঘরে।

বিবেক জাগলে মুক্তি তোমার,
হও মালিকের প্রিয়—
জান্নাতের ওই শীতল ছায়ায়,
নিজেকে বিলিয়ে দিও।

জান্নাতি রমণী

শালীনতার চাদর ছিল,
পর্দা ছিল যার—
জান্নাতের ঐ রাজকন্যা,
হবে সে এবার।

হায়া ও লজ্জা যাদের ছিল,
বুকের মাঝের নূর—
মালিক তাদের দেবেন কত,
হবে না কোনো দূর।

বিবেক কি তোর গর্বিত আজ?
পর্দা করলি তুই—
জান্নাতের ঐ উচ্চ আসনে,
পাসনি রে ও মই?

দুনিয়ায় তুই লাঞ্ছিত ছিলি,
পাপীদের ঐ ভিড়ে—
আজকে দেখ তোর সম্মান কত,
মালিকের ঐ নীরে।

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ,
পর্দা তোমার ঢাল—
জান্নাতের ঐ চিরসুখে তুই,
হাসবি চিরকাল।

তওবা করো ওহে নারী,
পর্দা ধরো শক্ত—
জান্নাতের ঐ ঠিকানা পেতে,
হও মালিকের ভক্ত।

আল্লাহর দিদার (পরম পাওয়া)

পর্দা যখন খুলবে মালিক,
দেখবে তাঁর নূর—
সবটুকু জান্নাত তুচ্ছ হবে,
শান্তি হবে জহুর।

মালিক তোমায় বলবেন সালাম,
হাসবেন তোমার দিকে—
সেদিন তোমার জীবন সার্থক,
জ্বলবে তুমি নিখে।

বিবেক কি তোর ব্যাকুল এখন?
দিদার চাসনি তুই?
মালিকের ঐ নূর দেখতে,
সাজাও ঈমানি মই।

জান্নাতের ঐ শ্রেষ্ঠ পাওয়া,
দিদার হবে যার—
সবটুকু দুঃখ ভুলে যাবে,
ঘুচবে অন্ধকার।

পবিত্র মনে ইবাদত করো,
দিদার যদি চাও—
মালিকের ঐ প্রেমের জোয়ারে,
নিজেকে ভাসিয়ে দাও।

১০০ বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
মালিক তোমায় ডাকেন—
তাঁরই দিদার পরম পাওয়া,
সবটুকু নেকি রাখেন।

অনন্তকালের শান্তি

মরার কোনো ভয় নেই আর,
হবে না কোনো শেষ—
জান্নাতের ঐ চিরস্থায়ী,
মুমিনের রাজকীয় বেশ।

অভাব অনটন রোগ ও শোক,
থাকবে না আর কিছু—
দুঃখের ওই কালো মেঘ তো,
ছাড়বে না আর পিছু।

বিবেক কি তোর তৃপ্ত এখন?
শান্তি পেলি ওরে—
হাজার হাজার বছর তুই,
থাকবি আপন ঘরে।

দুনিয়া তো এক পান্থশালা,
ছিল ক্ষণিকের ঘর—
জান্নাত তোমার আসল গন্তব্য,
বাকি সব যাযাবর।

বিবেক জাগাও পথিক এবার,
শান্তি খুঁজো আজ—
জান্নাতের ঐ অনন্ত পথে,
সাজাও নিজের কাজ।

শুরু হবে আজ ৯১ নম্বর পাতা,
শেষ কথা ও উপসংহার—
মালিকের ঐ রহম পেতে,
ঘুচবে অন্ধকার।

নবীদের আদর্শ জীবন

কেমন ছিল তাঁদের চলা?
নবীর সেই পথ—
কঠিন বিপদেও থামেনি,
ঈমানি ওই রথ।

দুনিয়ার কোনো লোভ ও লালসা,
স্পর্শ করেনি যাঁদের—
বিবেক কি তোর একটুও দেখে,
জীবন গাঁথা তাঁদের?

তায়েফের সেই রক্তমাখা,
দয়াল নবীর দেহ—
ক্ষমা করলেন শত্রু সেনারে,
পেল না কষ্ট কেহ।

বিবেক তোমার আর্তনাদ করে,
আদর্শ কি তোর ঠিক?
নবীর সুন্নাহ ছেড়ে তুই,
ছুটছিস কোন দিক?

আলোকবর্তিকা সেই জীবনগুলো,
ধ্রুবতারার মতো—
অনুসরণ করলেই তোর,
মুছবে মনের ক্ষত।

সময় থাকতে সুন্নাহ ধরো,
নবীর প্রেমে জাগো—
আসল মুক্তি মিলবে তবেই,
ঈমানি নূরে রাগো।

সাহাবীদের আত্মত্যাগ

বিলের তপ্ত মরুর বালু,
পাথরের সেই ভার—
আহাদ আহাদ ধ্বনি দিয়ে,
মুছলেন অন্ধকার।

ইসলামের তরে সঁপে দিলেন,
যৌবন ও প্রাণ—
বিবেক কি তোর একটুও কাঁপে?
শুনে সেই আযান।

খন্দক আর বদর ওহুদ,
রক্তে ভেজা মাঠ—
সাহাবীদের সেই ত্যাগের কাছে,
তোর জীবন তো নাট।

আবু বকরের সব দান আর,
উমরের সেই ন্যায়—
বিবেকের এই আয়নায় তুই,
লুকাস কিসের ভয়?

ত্যাগের মাঝেই শান্তি আছে,
বুঝে নাও তুমি আজ—
সাহাবীদের মতো গড়ে তোলো,
নিজের প্রতিটি কাজ।

 বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
সাহাবীদের হও ভক্ত—
ঈমানি জোশে জাগিয়ে তোলো,
নিজের ভিতর রক্ত।

শেষ জামানার লক্ষণ

ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ হবে,
সন্তান হবে অবাধ্য—
সত্য কথা বলাটা যেন,
মানুষের অসাধ্য।

জেনা ও ব্যভিচার বাড়বে ঘরে,
সুদ হবে হালাল—
বিবেকহীন এই সমাজ তোমার,
বিছিয়েছে এক জাল।

মসজিদে হবে দুনিয়ার কথা,
আলেম হবে অপদস্থ—
বিবেক কি তোর দেখছে না রে?
হবি তুই পর্যদস্ত।

কিয়ামত তো শিয়রে তোর,
লক্ষণ সব কাছে—
এখনও তুই ঘুমিয়ে আছিস?
সময় কি আর আছে?

সময় থাকতে তওবা করো,
ফিরে এসো নীড়ে—
আখেরাতের তরীটা বাইও,
গুনাহের এই ভিড়ে।

বিবেক জাগাও ওহে মুমিন,
শেষ জামানা এল—
ঈমান নিয়ে বাঁচার লড়াই,
আজকেই তুমি পেল।

দাজ্জালের ফেতনা ও ঈমান

এক চোখেতে দেখবে দুনিয়া,
মিথ্যে জান্নাত হাতে—
ফেতনার সেই কালো মেঘ,
আসছে ঘুটঘুটে রাতে।

ঈমান চুরি করতে দাজ্জাল,
সাজাবে কত খেলা—
বিবেক কি তোর সজাগ আছে?
নাকি ভাসবি ভেলা?

মিথ্যে খুদা সাজবে সে আজ,
দেখাবে কত জাদু—
ঈমান যার দুর্বল হবে,
হবে সে তার হাঁদু।

আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো,
পড়ো সুরা কাহফ—
ঈমানি নূরই বাঁচাবে তোরে,
ঘুচবে সবটুকু হফ।

বিবেকের এই আর্তনাদ শোনো,
দাজ্জাল থেকে বাঁচো—
পবিত্র এই ঈমানটা নিয়ে,
মালিকের কাছে নাঁচো।

দুনিয়া তো এক ধোঁকার ঘর,
ঈমান রক্ষা করো—
দাজ্জালের ঐ ফেতনা ছেড়ে,
হক কথাটি ধরো।

সত্যের পথে ফেরা

অনেক তো হলো পাপের খেলা,
ঘুরলি আঁধার পথে—
এবার বন্ধু ফিরে আয় তুই,
ঈমানি ওই রথে।

মালিক তোমায় ডাকছেন আজও,
খুলে ক্ষমার দুয়ার—
একটি বার কি ফিরবি না তুই?
মুছে অন্ধকার?

বিবেক তোমার ডুকরে কাঁদে,
তওবা করার আশে—
চোখের জলে ধুয়ে নাও পাপ,
বসো মালিকের পাশে।

পিছনের সব ভুল ভুলে যাও,
করো নতুন শুরু—
সত্যের আলোয় আলোকিত হোক,
তোর জীবনের মরু।

মালিক বড়ই মেহেরবান,
দেন না তিনি ফিরায়—
সত্যের পথে ফিরলে তুই,
শান্তি পাবি তায়।

১০০ বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
সময় হয়েছে ফেরার—
মালিকের ঐ রহম ছাড়া,
উপায় নেই যে আর।

অন্তরের নূর (তাকওয়া)

পোশাক দিয়ে মানুষ চেনা,
বড়ই কঠিন কাজ—
ভিতরের সেই নূরটি যদি,
না থাকে তোর আজ।

তাকওয়া হলো খোদা ভীতি,
অন্তরের এক আলো—
পাপের আঁধার তাড়াতে সেটা,
জ্বালিয়ে রাখা ভালো।

বিবেক কি তোর তাকওয়া হীন?
পাপ করিস গোপনে—
মালিক তোরে দেখছেন সদাই,
রাখিস কি তা মনে?

ভয় করো সেই মালিককে আজ,
যিনি প্রাণদাতা—
তাকওয়া ছাড়া শূন্য তোমার,
জীবন খাতার পাতা।

অন্ধকার ঐ কবরের কোণে,
তাকওয়াই হবে বাতি—
পবিত্র এক জীবন গড়ে,
হও নেকের সাথী।

বিবেক জাগলে নূর মিলবে,
পাবে তুমি দিশা—
তাকওয়ার ওই আলোয় কাটবে,
পাপের কালো নিশা।

ধৈর্য ও শোকর

বিপদ যখন আসে ও ভাই,
হারিও না তো ধৈর্য—
মালিকের ওপর ভরসা রাখাই,
মানুষের পরম বীর্য।

যা পেয়েছ শোকর করো,
আলহামদুলিল্লাহ বলো—
শোকর করলে রহম বাড়বে,
শান্তির পথে চলো।

বিবেক কি তোর একটুও মানে?
সবই মালিকের দান—
অভাবে কেন হারাস দিশা?
মুছিস সম্মান।

ধৈর্য ধরলে পুরস্কার দিবেন,
মালিক তোমায় নিজে—
শোকর করলে জীবন তোমার,
রহম নীরে ভিজে।

ধৈর্য ও শোকর ঈমানের দুই ডানা,
উড়বে জান্নাত পানে—
অস্থির এই মনটারে আজ,
সাঁজো ঈমানি গানে।

১০০ বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
ধৈর্য ধরো শক্ত—
শোকর গুজার বান্দা হয়ে,
হও মালিকের ভক্ত।

মুসাফিরের জীবন (মুসাফিরখানা)

দুনিয়া তো এক পান্থশালা,
মুসাফির তুমি ভাই—
থাকার মতো চিরস্থায়ী,
জায়গা কোথাও নাই।

কয়েক দিনের সফর তোমার,
সামনে অচিন দেশ—
পাপের বোঝা পিঠে নিয়ে,
হবি কি তুই শেষ?

বিবেক কি তোর বলে না রে,
বাড়িঘর সব মিছে—
আসল ঘর তো কবর তোমার,
ছুটছিস কার পিছে?

মুসাফির যেমন অল্পে তুষ্ট,
তেমন হতে শেখো—
আখেরাতের পুঁজিটা তুমি,
বুকের মাঝেই লেখো।

সাড়ে তিন হাত মাটির বিছানা,
হবে রে তোর ঘর—
দুনিয়ার এই বিলাসিতা তো,
একটু যাযাবর।

বিবেক জাগলে বুঝবি রে তুই,
মুসাফির এই জীবন—
জান্নাত তোরে ডাকছে ওরে,
সাজাও আপন মন।

মাটির দেহ ও অমর আত্মা

মাটি দিয়ে গড়া এই দেহ,
মিশবে মাটির তায়—
কিন্তু তোমার আত্মাটি তো,
চিরদিন থেকে যায়।

দেহ তো এক খাঁচা মাত্র,
পাখি যাবে উড়ে—
আত্মা তোমার হিসাব দিবে,
মালিকের ঐ সুরে।

বিবেক কি তোর আত্মারে আজ,
করেছে কত কালো?
পাপের বোঝা বাড়িয়ে কেন,
নিভালি সব আলো?

আত্মা তোমার শুদ্ধ করো,
জিকির ও ইবাদতে—
পবিত্র এক আত্মা নিয়ে,
দাঁড়াও ন্যায়ের পথে।

দেহ তো তোর পচে যাবে,
রইবে না কোনো নাম—
অমর আত্মা শান্তি পাবে,
সাজলে নেকের ধাম।

১০০ বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
আত্মা করো সাফ—
মালিকের ঐ নূর পেলে আজ,
মুছবে মনের পাপ।

১০০ বিবেকের উপসংহার

১০০টি সুর, ১০০টি গান,
সাঙ্গ হলো পথ—
থামবে হঠাৎ জীবনের এই,
রঙিন মায়ার রথ।

বিবেক কি তোর জাগলো ওরে?
খুললো কি দুই চোখ?
দুনিয়া তো এক পান্থশালা,
মিছেই করিস শোক।

১০০টি কথা, ১০০টি ব্যথা,
সাজালাম এই পাতায়—
হিসাব কি তুই মিলিয়েছিস আজ,
নিজের জীবন খাতায়?

সাড়ে তিন হাত মাটির ঘর,
আসল গন্তব্য—
ঈমান ছাড়া সবই মিছে,
সবই তো অসভ্য।

সময় থাকতে তওবা করো,
খোঁজো দয়ার পথ—
আখেরাতের তরীটা বাইও,
সাজাও নেকের রথ।

১০০ বিবেকের আর্তনাদ শোনো,
জাগো রে ও ভাই—
আল্লাহ ছাড়া এই আখেরে,
আপন অন্য নাই।

================================
উপসংহার
================================

১০০টি আর্তনাদ আজ এই শেষ পাতায় এসে নিথর হলো।
আমি কোনো মস্ত বড় কবি নই, এমনকি শব্দের সঠিক কারিকুরিও হয়তো আমার জানা নেই।
আমি সাধারণ ঘরের এক অতি সাধারণ ছেলে, যার একমাত্র সম্বল
মনের গহীনে জমে থাকা কিছু অব্যক্ত হাহাকার।

আমার এই ক্ষুদ্র সামর্থ্যে যা কিছু লিখেছি, তার মধ্যে হয়তো অনেক ভুল রয়ে গেছে, আছে অনেক অজ্ঞতা।
শব্দের বাঁধুনিতে বা ভাবনার প্রকাশে যদি কোনো ত্রুটি থাকে,
তবে সেগুলোকে আমার সীমাবদ্ধতা ভেবে ক্ষমার চোখে দেখবেন।
আমি কেবল চেয়েছি আমার বিবেকের আয়নায় আপনাদের একবার দাঁড় করাতে।

এই ১০০টি কবিতার ভিড়ে যদি সামান্যতম কোনো সত্য আপনারা খুঁজে পান,
তবেই আমার এই নির্ঘুম রাতগুলোর পরিশ্রম সার্থক হবে।

এই সাধারণ ছেলেটির জন্য শুধু অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একটু দোয়া বা প্রার্থনা রাখবেন,
যেন জীবনের কঠিন পথে চলতে গিয়ে নিজের বিবেকটাকে কোনোদিন হারিয়ে না ফেলি।
ভালো থাকবেন সবাই, আর আমার কোনো ভুল হলে নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

— [M. শাহনুর ইসলাম]

=============================
🤲🤲আস-সালামু আলাইকুম 🤲🤲
=============================